চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে গৃহীত চৌ এন লাই এর রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের দল লিন পিয়াও (বিয়াও) সম্পর্কে নবম কংগ্রেসের পর যেসব বিশ্লেষণ করেছিল তা অভ্রান্ত ছিল। সূচনাপর্ব থেকেই আমাদের দল চিন্তাপদ্ধতির যে ধারা অনুসরণ করে চলেছে দশম কংগ্রেসের মূল্যবান শিক্ষাগুলি তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

কমরেডস্

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস ও সংবিধানের ওপর যে সমস্ত প্রশ্ন এসেছে, সেগুলো আপনারা শুনেছেন। সেই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে এবং তার বাইরেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি, তার ভিত্তিতেই আমি আলোচনা করব এবং আলোচনার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্ন যাতে বাদ না পড়ে যায় আমি সেই চেষ্টা করব।

আপনারা সকলেই জানেন যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট আলোচনা করার সময় আমরা তার মূল রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে একমত হয়েও, নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও প্রদত্ত রিপোর্টের কতকগুলো দিক এবং সংবিধানের দুটো ধারা (clause) সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। আমি মনে করি যে, চৌ এন-লাই কর্তৃক উপস্থাপিত দশম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আলোচনা করতে হলে প্রথমেই নবম কংগ্রেসকে আমাদের view তে (মনে) রাখতে হবে। কারণ আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, দশম কংগ্রেসে নবম কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক লাইন ও বক্তব্যকেই সঠিক বলে তুলে ধরা(uphold) হয়েছে এবং সেটাকেই reiterate (পুনরুল্লেখ) করা হয়েছে। সুতরাং, আমাদের এক মুহূর্তও একথা ভুললে চলবে না যে, নবম কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক লাইনই, দশম কংগ্রেসেরও রাজনৈতিক লাইন হিসেবেই গৃহীত হয়েছে।

দশম কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল

তাহলে, প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দশম কংগ্রেসের আবার প্রয়োজন হ'ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যা পাই, তা হ'ল, একদিকে চিন্তাগত ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে লিন পিয়াও'র নেতৃত্বের প্রভাব থাকার ফলে তার রাজনৈতিক আচার-আচরণের দ্বারা পার্টির রাজনৈতিক লাইন যেভাবে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল — লিন পিয়াও-চক্রকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে তার হাত থেকে তাঁরা কীভাবে পার্টির মূল রাজনৈতিক লাইনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন সেটা দেখানো, এবং সমাজ অভ্যন্তরে সেই বিপদ এখনও যতটুকু রয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ নীতিগুলো (principle) অনুসরণ করে নবম কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক লাইনকে তাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করবেন — এইসব বিষয়ই দশম কংগ্রেসে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, দশম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে সাংগঠনিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে লিন পিয়াও'র প্রভাব — অর্থাৎ, Lin Piao Legacy থেকে নবম কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক লাইনকে এবং পার্টিকে মুক্ত করা এবং সেই একই সঙ্গে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি (mistakes), অসামঞ্জস্যতা (inconsistency), বৈসাদৃশ্য (anomaly), চাটুকারবৃত্তি (platitude) এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় (unnecessary things) যা নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে স্থান পেয়েছিল, সেগুলো এই সুযোগে দূর করা এবং এইসব দোষ থেকে নবম কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক লাইন এবং সংবিধানকে শুধরে নেওয়া। অন্যদিকে, যে অস্ত্রকে হাতিয়ার করে, যে পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে, লিন পিয়াও চক্রকে বর্তমান স্তরে পরাস্ত করা সম্ভব হ'ল, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া — যদিও লিন পিয়াও চক্রকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা এবং Lin Piao Legacy থেকে গোটা পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে এখনও আমরা নিঃসংশয় হতে পারিনি — এবং ভবিষ্যতেও বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগ্রাম দেখা দিলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী যাতে পার্টির সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে সুদৃঢ় করে একটার পর একটা সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া যায় — তার জন্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে গোটা পার্টি এবং জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

এখন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য দিক আছে, যেগুলো আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। সেগুলো কি কি, সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য, আলোচনার সময় রেখে যাব। কিন্তু তার আগে, কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই — যেগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই একমাত্র আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে আমাদের পার্টির যে ভূমিকা রয়েছে, সেই ভূমিকা আমরা ঠিক ঠিক মত পালন করতে পারব এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে আদর্শগতভাবে প্রভাবিত করবার যতটুকু সুযোগ রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে পারব। তবে, সেটা নির্ভর করছে আমরা সমস্ত ঘটনা থেকে ঠিক ঠিক মত শিক্ষা নিচ্ছি কিনা, ভুল-ত্রুটি ঠিকমত ধরতে পারছি কিনা, তার ওপর। তাই, আমরা নিজেদেরও underestimate করবো না, অপরকেও underestimate করবো না, নিজেদের overestimate করবো না, অপরকেও overestimate করবো না, নিজেদের platitude দেব না, অপরকেও platitude দেব না। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করার দরকার যে, মতাদর্শক্ষেত্রে আমাদের পার্টির যে অবদান, দশম কংগ্রেসের কোন্ কোন্ বিশ্লেষণ তাকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। একমাত্র তখনই আমাদের এই আলোচনা purposive (কার্য্যকরী) হবে।

নবম কংগ্রেসের ওপর আমাদের বিশ্লেষণ

সেদিন প্রকাশ না করার কারণ

আমাদের দলের কমরেডরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট আলোচনার সময় আমাদের সামনে উপযুক্ত তথ্য না থাকা সত্ত্বেও, কতকগুলো symptom (লক্ষণ)-কে লক্ষ্য করে শুধুমাত্র probability-র সাহায্যে, আমরা সেদিন লিন পিয়াও সম্পর্কে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আমাদের যে বিশ্লেষণ, সেটা না ছাপালেও, সেদিন যাঁরা পার্টির সাধারণ সভায় (General Body meeting) উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা সকলেই পার্টির বক্তব্য নিজের কানে শুনেছেন — আমি ধরে নিতে পারি যে, তাঁদের সেই বক্তব্য নিশ্চয়ই মনে আছে। কেন আমরা তখন আমাদের এই বিশ্লেষণটা ছাপাতে পারিনি — সে সম্পর্কে সেদিন যা বলেছিলাম, আজও সেটা পরিষ্কার করেই বলতে চাই। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেদিন একটা অনুরোধ (personal appeal) করেছিলাম যে, আমাদের এই বিশ্লেষণ যেন ছাপানো না হয়। কারণ, গোটা বিষয়টি সম্পর্কে probability-র ভিত্তিতে আমার যে কথা মনে হয়েছিল, সেই বিশ্লেষণ কেন্দ্রীয় কমিটি মেনে নিলেও, সেকথা প্রমাণ করার মত আমাদের কোন তথ্য (materials) বা fact (বাস্তব ঘটনা) হাতে ছিল না, সমস্ত ঘটনাও জানা ছিল না। সব কিছু দেখে শুনে, সেটাও আবার বাইরে থেকে দেখা, simply on probability (শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার নিরিখে), আমার মনে যে কথাগুলো ধাক্কা দিয়েছিল — সে সম্পর্কেই আমি কিছু মন্তব্য করেছিলাম, মতামত দিয়েছিলাম। চীনের পার্টির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সেদিন যত কথাই আমাদের মনে হোক্ না কেন — সেগুলো প্রমাণ করার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে না থাকায়, কেবলমাত্র মনে হওয়ার ভিত্তিতে সেই কথাগুলো প্রকাশ্যে বলাকে আমরা একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন (irresponsibile) কাজ বলে মনে করেছি; বিশেষ করে এই কারণে যে, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন — যে চীনের পার্টি এবং মাও সে-তুং নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন, এর দ্বারা তাকেই কালিমালিপ্ত (malign) করা হবে এবং মাও সে-তুং-এর যে prestige এবং authority আজও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কাজ করছে, তাকে কার্যতঃ খর্ব করা (undermine) হবে। আর, এই কাজটিই আমরা করতে চাইছি না — কেননা, আমরা জানতাম যে, আমাদের এই কাজের ফলে চীনের বিপ্লবী লাইনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পার্টি এবং শক্তি আছে, তাদের হাতকেই এর দ্বারা বাস্তবে শক্তিশালী করা হবে।

সেদিন কোন কোন কমরেড নবম কংগ্রেস বা লিন পিয়াও সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ প্রকাশ করার স্বপক্ষে এরকম যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, পরবর্তীকালে ইতিহাসে যদি আমাদের এই বিশ্লেষণ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা, একটা startling effect, অর্থাৎ বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। আমি সেদিন তাদের ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে, আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয়, আমরা কত জ্ঞানী-গুণী সেটা হাজির করা, আমাদের বিদ্যা জাহির করা, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেটা ছাপাতে পারি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য (object) কোনমতেই 'জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি' জাহির করা হতে পারে না। এখানে তার চাইতেও একটা বড় দিক রয়ে গেছে, সেটা হ'ল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বা মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বের (authority) — কোন

কোন ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধ তা, ভুল-ত্রুটি বা যান্ত্রিকতা যা ইতি পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি তা সত্ত্বেও আজও বিপ্লবী আন্দোলনে যে অসীম অবদান ও কার্য্যকারিতা রয়েছে, সেটা বিপদগ্রস্ত হবে — এমন কোন কাজ আমরা করতে পারি না।

কোন কোন কমরেড আলোচনায় তখন এমন যুক্তিও দেখাতে চেয়েছেন যে, আমরা যদি আমাদের এই বিশ্লেষণ দেরী করে প্রকাশ করি, তাহলে এমন লোকের অভাব নেই, যারা এসব বিশ্বাস করতে চাইবে না এবং গোটা ব্যাপারটাই আমরা বাড়িয়ে বলছি — এসব বলে এর গুরুত্বকেই ছোট করতে চাইবে। এইসব কমরেডদের আমি সেদিন একটি কথাই বলেছি। দুষ্ট লোকেরা, যারা আমাদের পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে কোনদিনই খুশী মনে নিতে পারেনি, বরং ঈর্ষার চোখে দেখে তারা কি বলবে, তার ভিত্তিতে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না এবং তার চেয়েও বড় কথা, কোন unethical কাজ আমরা করতে পারি না। আপনারা সকলেই জানেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি আমার এই বক্তব্যকে সঠিক বলে মনে করেছে এবং সেই কারণেই আমাদের এই বিশ্লেষণ এতদিন প্রকাশ করা (publish) হয়নি।

কিন্তু, আজ যখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেরাই লিন পিয়াও চক্রের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা করছে এবং দশম কংগ্রেসে এসে নবম কংগ্রেসের কিছু কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নেবার চেষ্টা করছে এবং এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে একটা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে — তখন আমাদের পুরানো বক্তব্য বা বিশ্লেষণ না ছাপাবার আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিনা। তাই, এখন নবম কংগ্রেসের সেই বিশ্লেষণ এবং তার সাথে দশম পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, একই সঙ্গে ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দলের বহু বিশ্লেষণ দশম কংগ্রেসে
সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে, চীনের দশম পার্টি কংগ্রেসে এমন কতকগুলো বক্তব্য বা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো আমাদের পার্টির কমরেডদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে note (লক্ষ্য) করা দরকার। কেননা, আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে (highlight) চেয়েছিলাম — এতদিন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন স্বীকৃত নেতৃত্বকে তার সমর্থনে কিছু বলতে দেখিনি — যেটা চীনের দশম পার্টি কংগ্রেসের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম ঘটল। একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে, দশম কংগ্রেসের বহু বক্তব্যই আমাদের দলের পুরানো বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। এই দিকগুলো যদি আমরা তুলে ধরতে পারি, তাহলে তা শুধু যে দলের শক্তিবৃদ্ধি এবং কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে তাই নয় — পার্টির নেতৃত্ব, চিন্তাপদ্ধতি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে — ভারতবর্ষের মাটিতে আমরাই যে একমাত্র সাম্যবাদী দল এবং আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান আমরা রাখতে পেরেছি — সেই ঐতিহাসিক সত্যটিও পরিস্ফুট হবে। অবশ্য, দলের কর্মীরা যদি দলের বক্তব্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাকে প্রয়োগ করতে পারেন, তবেই আমরা এ কাজে সফল হ'ব।

আমরা দেখেছি যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের যে মূল রাজনৈতিক লাইন — তার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। প্রথমটা হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ার মূল দ্বন্দ্ব কী কী সেটা নির্দ্ধারণ করা এবং তার ভিত্তিতে চীনের পররাষ্ট্র নীতির মূল দিকগুলো কী হবে, সেটা স্থির করা। দ্বিতীয়তঃ, চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হবার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পুরো অন্তবর্ত্তীকালীন সময়ে সর্বহারার একনায়কত্বকে সংহত করার ক্ষেত্রে পার্টির মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এছাড়া, শুধু রাজনৈতিক রিপোর্টেই নয়, সংবিধানেও কিছু নূতন ধারা নবম কংগ্রেসে তাঁরা যোগ (insert) করেছিলেন। এখন, একটি পার্টির রাজনৈতিক রিপোর্টে কিছু বলা, আর, সংবিধানে সেকথা বলার মধ্যে একটা যে পার্থক্য আছে, সে সম্পর্কে ক'জন কমরেড সচেতন আমি জানিনা। রাজনৈতিক রিপোর্টে বলাটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু, সংবিধানে সেই কথাটা স্থান পাওয়ামাত্র তার গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়; সেটা তখন পার্টির ওপর একটা সময় ধরে বাধ্যতামূলক, অনেকটা binding হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। তখন সেটা এরকম নয় যে, আজকে একরকম মনে করছি, আবার কালই তাকে পাল্টাচ্ছি — তা নয়। রাজনৈতিক কর্মীদের এসব সম্পর্কে

বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

যাই হোক্, আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, নবম কংগ্রেসের সংবিধানে যে দুটো para-তে Mao Tse-tung thought-কে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং এই যুগকেই ক্রুশ্চেভ-কথিত era of disintegration of imperialism-এর অনুরূপ ভাষায় আখ্যা দেওয়া হয়েছিল — সেই অংশ দুটোই পুরোপুরি এবার সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ

''…Mao Tse-tung thought is Marxism-Leninism of the era in which imperialism is leading for total collapse and socialism is advancing to worldwide victory.

…and in the great struggle of the contemporary international communist movement against imperialism, modern revisionism and the reactionaries of various countries, Comrade Mao Tse-tung has integrated the universal truth of Marxism-Leninism with concrete practice of revolution, inherited, defended and developed Marxism-Leninism and has brought it to a higher and *completely new stage''* (Italics ours)। অর্থাৎ "যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও সমাজতন্ত্র দুনিয়াজোড়া বিজয়লাভের দিকে এগোচ্ছে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা সে যুগেরই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

…সমসাময়িক কমিউনিস্ট আন্দোলনে — সাম্রাজ্যবাদ, নয়া শোধনবাদ এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের বিরুদ্ধে মহান সংগ্রামে কমরেড মাও সে-তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্যকে বিশেষ বাস্তবানুগ কর্মের (practice) সাথে সংযোজিত করেছেন এবং তার ধারাবাহিকতার পথে সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী করেছেন এবং সম্পূর্ণ নূতন ও উন্নত স্তরে নিয়ে গেছেন" (বাঁকা হরফ আমাদের)।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও
যুগের অর্থে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নবম কংগ্রেসের সংবিধানের এই দুইটি clause (ধারা) সম্পর্কে আমাদের যে সমালোচনা ছিল — দশম কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তার যথার্থতাই প্রমাণিত হ'ল। প্রথমতঃ, মাও সে-তুংকে আজকের দুনিয়ার একজন leading communist authority হিসেবে স্বীকার করেও মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে কেন আজকের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলা চলে না — সে সব আমি নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আলোচনার সময়েই ব্যাখ্যা করে বলেছি। তাই সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও যুগের অর্থে যে বর্তমান যুগটা লেনিন বর্ণিত "সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লবের" যুগেই অবস্থান করছে এবং গুণগত দিক থেকে তার কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি — নবম কংগ্রেসের সংবিধান থেকে এই দুটো ধারাকে বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে দশম কংগ্রেস — আমাদের বিশ্লেষণকেই সত্য বলে প্রমাণ করতে সাহায্য করল।

আমাদের পুরানো কমরেডদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ক্রুশ্চেভ যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বলতে শুরু করলেন যে, "সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের" যুগ এটা নয় — এটা হচ্ছে "সাম্রাজ্যবাদের ভেঙে পরার যুগ" "disintegration of imperialism", তখন সেই ১৯৫৯-৬০ সালে, 'বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে' নামক প্রবন্ধে বলেছিলাম যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিমানগত দিক থেকে যত পরিবর্তনই ঘটে থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসমাবেশের দিক থেকে কোন মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি এবং সেই অর্থে আজকের যুগটা লেনিন বর্ণিত সেই 'সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লবে'র যুগেই অবস্থান করছে। এবার দেখুন, দশম কংগ্রেসে চৌ এন লাই-এর রিপোর্টে কি বলা হয়েছে —

''Since Lenin's death, the world situation has undergone great changes. But the era has not changed. The fundamental principles of Leninism are not outdated; they remain the theoretical basis, guiding our thinking to-day'' — অর্থাৎ, "লেনিনের মৃত্যুর পর বিশ্ব-পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটেনি। লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলি সেকেলে হয়ে যায় নি; সেগুলি আজও আমাদের চিন্তাকে পরিচালিত করার ত্বাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে রয়েছে।"

সুতরাং, একটা কথা পরিষ্কার। ক্রুশ্চেভ যেমন তার শোধনবাদী তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই যুগটাকে একটা নূতন যুগ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন — লিন পিয়াও শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার নাম করে সেই ক্রুশ্চেভের তত্ত্বেরই জাবর কেটে বসলেন। সুতরাং, বর্তমান যুগের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ এবং লিন পিয়াও একই রকম ভুল করে বসেছেন সন্দেহ নেই।

নবম কংগ্রেসের ওপর সামগ্রিক সমালোচনা
আমরা ছাড়া অন্য কোন কমিউনিস্ট পার্টি করেনি

এখন, চীনের পার্টিকে যারা সমর্থন করেন, মাও সে-তুংকে যারা 'অথরিটি' বলে মনে করেন — নেতা বা নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, আমি জানি না। তবে একথা ঠিক যে, নেতাদের যদি কেউ কোথাও ডুবিয়ে থাকে, তাহলে সেটা শিষ্যরাই ডুবিয়েছে, শত্রুরা বেশী ডোবাতে পারেনি। চিরকাল এই জিনিসটাই ঘটেছে। অন্ধের মত অনুসরণ করে, ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, সুবিধামত inperpret করে, নেতাকে infallible হিসেবে ধরে নিয়ে — শিষ্য-সামন্তরাই চিরকাল নেতাদের ডুবিয়ে এসেছে। মাও সে-তুং-এর অনেক শিষ্যই মুখে বলুন বা নাই বলুন, মাও সে-তুংকে ভুলের উর্দ্ধে বলে মনে করেন। আবার দেখুন, আমাদের দেশে একদল লোক তো এমন কথাও বলতে শুরু করলেন যে, লিন পিয়াও, মাও সে-তুং-এর চেয়ে বড় বিপ্লবী এবং তিনিই সঠিক লাইনটা তুলে ধরেছেন। আজ এরা, হয় নানা রকম উল্টোপাল্টা বলে কমিউনিস্ট বিরোধী হবে, না হয় নির্বিবাদে বিপরীত জিনিসটাই মেনে নেবে। উগ্র বিপ্লবীদের নিয়ে চিরকালই এ ধরণের বিপত্তি দেখা যায়।

তাহলে চীনের পার্টি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে উঁচুতে ধরে রেখেছেন, এই কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও, আমরা সেদিন নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে নানা ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছিলাম, এভাবে দুনিয়ার অন্য কোন কমিউনিস্ট পার্টি — তাঁরা চীনের পার্টির সমর্থন বা বিরোধিতা যাই করুক না কেন — করেনি। সেদিন যাঁরা চীনের পার্টির সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে মাও পূজা করা হয়েছে এবং successor কথাটার ওপর তাঁদের খুব আপত্তি ছিল। অর্থাৎ, successor কথাটাকে মার্কসবাদবিরোধী বলে তাঁরা মনে করেছেন। সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো এই দুটো point ছাড়া শুধু আর একটি কথা বলেছে। সেটা হ'ল সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেনিনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে মাও সে-তুং-এর বিশ্লেষণকে মার্কসবাদের theory and practice-এর ক্ষেত্রে নূতন সংযোজন বলে নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও'র রাজনৈতিক রিপোর্টে যে দাবী করা হয়েছে — সি. পি. আই (এম) সেই দাবীকে সঠিক বলে মনে করেনি। এছাড়া ঐ বিষয় সম্পর্কে লেনিনের আরও কিছু কোটেশন, যেগুলো লিন পিয়াও'র রিপোর্টে স্থান পায়নি, সেগুলো তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার বাইরে তাঁরা এক পাও যাননি।

আমরা নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আলোচনার সময় এইসব ত্রুটিগুলো সম্পর্কেই শুধু বলিনি, এই পার্টির standard, নেতাকে platitude দেবার মনোবৃত্তি থেকে শুরু করে তত্ত্বগত অসঙ্গতি, লিন পিয়াও নেতৃত্বের চরিত্র এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলা চলে কিনা এবং না চললে, কেন চলে না — এরকম বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য রেখেছিলাম। অবশ্য চীনের পার্টিকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে সি পি আই (এম) মুখে যাই বলুক অনেকটা সি পি আই-এর অনুরূপ মানসিকতা নিয়ে, অর্থাৎ চীনের পার্টিকে হেয় করা ও মাও-এর authorityকে undermine করার উদ্দেশ্য নিয়েই করেছে। আর, আমাদের পার্টি চীনের পার্টিকে সমালোচনা করেছে সম্পূর্ণরূপে ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব থেকে এবং মাও-এর সঠিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এটা বুঝতে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। সুতরাং, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, গোটা দুনিয়াতে আমাদের পার্টিই একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি, যারা চীনের পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট এবং সংবিধান সম্পর্কে একটা সামগ্রিক সমালোচনা তুলে ধরেছে। এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, দশম কংগ্রেসে চীনের পার্টি নিজেরাই সে সমস্ত বিষয়ে যে বক্তব্য বলেছেন এবং তা প্রায় হুবহু আমাদের সমালোচনার অনুরূপ বললেই চলে, অর্থাৎ, আমাদের বক্তব্যকেই তারা কার্য্যতঃ confirm করছেন, সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমি কিছুতেই না বলে পারছি না। আপনারা জানেন, আমাদের পার্টি জন্মের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে মেনেই — নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক যে যান্ত্রিক নয়, তা যে দ্বন্দ্ব-

সমন্বয়ের নীতির দ্বারা পারিচালিত, এই নীতিকে অনুসরণ করে চলেছে — তার ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও নজরে পড়লে তা point out করেছে এবং তার সমালোচনা করেছে। কারণ, মার্কসবাদের শিক্ষা থেকেই আমরা এটা পেয়েছি যে, নেতৃত্বকে মানা মানে তার অন্ধ অনুকরণ নয়, বা নেতৃত্বকে সমালোচনার অর্থ নেতৃত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা বা তাকে হেয় করা নয় — এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য সমস্ত মার্কসবাদীদেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে সমালোচনার মধ্য দিয়ে, নেতৃত্বকে ত্রুটিমুক্ত করে তাকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে মার্কসবাদী রীতি অনুযায়ী এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। অথচ, এ নিয়ে আমাদের অনেকসময় অনেক ঠাট্টাবিদ্রুপও সহ্য করতে হয়েছে। নেতৃত্বকে সমালোচনার অর্থ যে, আসলে নেতৃত্বকেই শক্তিশালী করা এটা যারা বোঝেন না, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই বিদ্রুপ করে আমাদের কর্মীদের এমন কথাও বলেছেন যে, তোমার খুব বোদ্ধা! তোমাদের দলের নেতাদের মত দুনিয়াতে এমন বুদ্ধিমান আর কেই নেই! নিজেদের তো কর্মের কোন ক্ষমতা নেই, আন্তর্জাতিক অতবড় সব পার্টি, তাদের তোমরা সমালোচনা কর? কিন্তু, আজ দেখা যাচ্ছে যে, কর্মের ক্ষমতা সীমিত বলে, চিন্তার ক্ষমতা সীমিত হবে তা নয় — এরকম কথা মার্কসবাদের কোন তত্ত্বে বা শাস্ত্রে কার্ল মার্কস দয়া করে লিখে যাননি;বরং, সেখানে উল্টো কথাই বলা আছে — একজন মানুষও স্রোতের বিরুদ্ধে সঠিক তত্ত্ব তুলে ধরতে পারে — দুনিয়ার সমস্ত বড় মার্কসবাদী নেতারা সে কথাই বার বার বলেছেন।

দশম কংগ্রেসে মাও সে-তুং সেই একই কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন। স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়াই হচ্ছে একজন ভাল কমিউনিস্টের লক্ষণ — এরকম একটি শিক্ষাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভাল কমিউনিস্টরা সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে তুলে ধরার স্বার্থে, দরকার হলে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতেও পিছপা হয় না। অর্থাৎ, isolation-এর ভয়ে, বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে, কোনদিন কোন সত্যিকারের কমিউনিস্ট correct line-কে পরিত্যাগ করেনি এবং শেষ পর্য্যন্ত তারাই বিজয়ী (victorious) হয়েছে।

আদর্শগত ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক না বেঠিক — সেটাই সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে

দেখুন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে কি বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আদর্শগত ও রাজনৈতিক লাইন শুদ্ধ না অশুদ্ধ সেটাই সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে। যদি কারো লাইন বেঠিক হয়, তাহলে কেন্দ্রীয়, স্থানীয় ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করায়ত্ত থাকলেও পতন তাঁর অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, কারো লাইন সঠিক হলে তাঁর প্রথমে কোন সৈন্য না থাকলেও সৈন্য তার আসবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হবে। আমাদের পার্টির এবং মার্কসের সময় থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা সত্য বলে প্রমাণিত। লিন পিয়াও 'সব কিছু তার পরিচালনাধীনে পেতে ও সব কিছু তার হেপাজতে পেতে' চেয়েছিল;কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কোন কিছু তার পরিচালনাধীনে বা কোন কিছু তার হেপাজতে পেতে সে পারেনি। সকল বিষয়ের মূল কথাই হ'ল লাইন। এটাই হ'ল অখণ্ডনীয় সত্য।" তাহলে, আমরা কি দেখতে পেলাম? না, চীনের পার্টি বলছে যে, লিন পিয়াও'র সব কিছুই ছিল — কিন্তু যেটা ছিল না, তাহ'ল, সঠিক রাজনৈতিক লাইন। এবং সেই কারণেই তার একদিন যা ছিল আজ সে তা হারিয়েছে। এই একই কথা লিউ শাও-চি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পার্টির ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, মিলিটারীর ক্ষমতা, এক সময়ে সব কিছুই তিনি কুক্ষিগত করেছিলেন। কিন্তু, এত কিছুর অধিকারী হলেও সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, অর্থাৎ, সঠিক রাজনৈতিক লাইন, তিনি তার অধিকারী ছিলেন না। আর সেই কারণেই তাঁরা ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আর, সেদিন যাঁদের সঠিক রাজনৈতিক লাইন ছাড়া আর কিছু ছিল না, তাঁরা আজ সব কিছুই ফিরে পেয়েছেন।

লক্ষ্য করুন, এতবড় ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী পার্টি হওয়া সত্ত্বেও চীনের পার্টি কিন্তু দলের শক্তির ওপর জোর না দিয়ে, রাজনৈতিক লাইন শুদ্ধ না অশুদ্ধ তার ওপর জোর দিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা কিন্তু কর্মী, দেশের মানুষ এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে এভাবে বিচার করতে শেখাচ্ছেন না যে, যেহেতু তাঁদের পার্টি এতবড় এবং এত শক্তির অধিকারী হয়েছে, সেহেতু শুধুমাত্র এর দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে, তাঁদের রাজনৈতিক লাইন সঠিক।

অথচ আমাদের দেশের তথাকথিত নামধারী দুটি বড় কমিউনিস্ট পার্টিই তাঁদের দলের কর্মী ও জনসাধারণকে ঠিক উল্টোভাবে বিচার করতে শেখাচ্ছেন। বর্তমান সময়ে অন্যান্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে তাঁদের যে শক্তি এবং জনসমর্থন বেশী হয়েছে, সেইটাকেই তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন। আদর্শ ও মূল লাইন বিচারের

ওপর জোর না দিয়ে সাময়িকভাবে বর্তমান সময়ে দলের যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর জোর দিচ্ছেন এবং কর্মীদের বোঝাচ্ছেন, যেহেতু তাঁদের দলের শক্তি বেশী, অতএব তাঁদের মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক;নাহলে, তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি হ'ল কি করে? এইভাবে মূল রাজনৈতিক লাইন বিচারের বিষয়টি লঘু করে দেখাচ্ছেন এবং দলের অভ্যন্তরে শক্তিমদমত্ততার প্রবণতাকে বাড়াতে সাহায্য করছেন। শুধু এই একটি মাত্র বিষয় ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই পার্টিগুলো কি ধরণের পার্টি! সুতরাং, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে, আজ যেখানে স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলা এবং শক্তিমানকেই সমর্থন করার এক সুবিধাবাদী মানসিক প্রবণতা রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে — সেখানে চীনের পার্টির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইনের ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — তাকে আমি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে করি।

এদেশের মাটিতে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সত্যিকারের সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসেবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম

ভারতবর্ষের মাটিতে আমাদের দলের জন্মই হয়েছে এই নীতিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। দল গঠনের একদম শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আগাগোড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই নীতিটির ওপর আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। আজকাল অনেক কমরেডই হয়তো সেদিনকার আমাদের অবস্থাটা ঠিক ভালভাবে বুঝতে পারবেন না। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যখন এতবড় একটা দেশ ভারতবর্ষে, আমাদের অত্যন্ত সীমিত শক্তি নিয়ে একটি সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দল গঠনের স্বপ্ন দেখেছি, মনে রাখবেন, তখন আমরা সকলেই নাম-না-জানা অতি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী মাত্র। আমাদের মধ্যে একজনও নাম করা নেতা ছিলেন না। Conviction, dedication, determination এবং সঠিক আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ছাড়া আমাদের কানাকড়িও সম্বল ছিল না, কোন resource ছিল না;অভিজ্ঞ কর্মী বলতে কিছুই ছিল না। অথচ, শুধুমাত্র আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করেই সমস্ত রকমের অসুবিধা ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তখনকার স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম। মনে রাখবেন, বিশেষ করে যেখানে সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব স্বীকৃতি দিয়ে বসে আছেন, সেই অবস্থায়, এ দেশের যে সমস্ত মানুষ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদেরও মানসিক প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করার দিকেই ঝুঁকেছে। ফলে, আমাদের এই নতুন দল গঠনের সামনে ঐ পরিস্থিতি এক দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে বসেছিল। কারণ, তত্ত্ব ও রাজনৈতিক লাইন সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা যাদের বোঝাতেও সক্ষম হয়েছি, এবং যে সমস্ত লোক আমাদের খানিকটা বুঝেছেনও, তাঁদের মনে মধ্যেও সেই সময় যে প্রশ্নটি বার বার দেখা দিয়ে তাঁদের সঠিক রাস্তা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে, তা হচ্ছে — "এতটুকু দল, আপনারা কি পারবেন? একি সম্ভব? আপনাদের পরিশ্রমই মাটি হচ্ছে।" দলের পুরানো কর্মীদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে সেদিন আমরা কি উত্তর দিয়েছি।

আমরা সেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে কথা বলেছি, সেটা হচ্ছে — আমাদের দলের মূল রাজনৈতিক লাইন থেকে শুরু করে চিন্তা জগতের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে যে বক্তব্য দল থেকে তুলে ধরা হয়েছে — বলতে হবে, সেগুলো সঠিক কি বেঠিক। যদি সেগুলো সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তারই ভিত্তিতে লড়াই করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না, বা কোন যুক্তির অজুহাতেই পালিয়ে গেলে চলবে না। স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে। ভুল বুঝলেও বা অন্যায় বুঝতে পারলেও ঐ 'কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটিতেই যেতে হবে, কারণ তার শক্তি রয়েছে' — এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, লড়াইয়ের সেই মানসিক প্রবণতা অর্জন করতে হবে। যদি এটা ঠিক হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি সাম্যবাদী দলের চরিত্র নিয়ে গড়েই ওঠেনি, আসলে এটি একটি পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, তাহলে, একটি বিপ্লবী দল গঠনের নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া বিপ্লবীদের আর অন্য কোন গত্যন্তর নেই। দেখুন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে এঙ্গেলস্‌ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এঙ্গেলস্‌ বলেছেন, মার্কস এবং তাঁর নিজের সারা জীবনে মেকী সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই অনেক সময় কেটে গেল। তাঁরা ব্যক্তিগত কোন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে আসেননি। কেননা, বুর্জোয়াকে তাঁরা শ্রেণী হিসেবে মনে করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই লড়াই করেছেন। এইসব বক্তব্যের একটি অর্থ — তাহল, stick to the line, don't buldge an inch — সকলের মনে এই মনোভাবই সৃষ্টি করতে

হবে। তাই বলা হয়েছে, মূল রাজনৈতিক লাইন ঠিক থাকলে লাইনকে আঁকড়ে থাকার (stick) জন্য সংগ্রাম কর, স্রোতের ধাক্কায় এক চুলও এদিক ওদিক নড়ো না। এইরকম মনের জোর সৃষ্টি করতে হবে। "কাদের লোকজন বেশী, কাদের বর্তমান সময়ে জনগণের ওপর প্রভাব বেশী, দাপট বেশী" — কারো মন যেন আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে সেদিকে না ঝোঁকে।

আমরা বার বার বলেছি, যাদের আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইন ভুল, সেই সমস্ত দলকে, যেকোন যুক্তি খাড়া করেই হোক্ না কেন, যদি শক্তিশালী করা হয়, তাহলে তার দ্বারা শুধু যে কাজের কাজ কিছু হয় না তাই নয়, উপরন্তু বর্দ্ধিত শক্তি নিয়ে সেই দল জনগণের আন্দোলনের অনেক বেশী অনিষ্ট করে এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথে অধিকতর বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক হলে, কোন দলের শক্তি যদি প্রথমে অত্যন্ত কমও থাকে, তাহলেও সেই শক্তি এক থেকে দুই, দুই থেকে পাঁচ, এইভাবে শ' থেকে হাজার এবং লাখ লাখ মানুষের সমর্থন অর্জন করে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং দুনিয়াকে জয় করে। আপনারা সকলেই জানেন যে, এই মূল শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই আমাদের দলের যাত্রা শুরু। এই মৌলিক শিক্ষাটি শুধু যে আজকের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা তা নয়, এটা সর্বকালের ethics-এর একটা মস্ত বড় কথা। সমস্ত যুগে, এমনকি সুদূর অতীতে ধর্মকেও যখন নানা বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে পথ করে এগোতে হয়েছে, প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়েছে, তখন ধর্মপ্রচারকদেরও এই ধরনের কথা বলতে হয়েছে এবং এধরনের শিক্ষাকে নিয়ে চলতে হয়েছে। বাক্যবিন্যাস বা কথায় জিনিসটি একরকম মনে হলেও, যুগধর্ম, আদর্শ ও লড়াইয়ের বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে এর উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়েছে। Ethics-এর এই মূল্যবান মূল্যবোধের ধারণাটি ধর্মযাজকদের একরকম ছিল, বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়াদের একরকম ছিল, আর আজকের দিনের সর্বহারা বিপ্লবীদের শ্রেণীসংগ্রাম ও জীবনের নানা নতুন নতুন জটিলতার ভিত্তিতে তার উপলব্ধির কাঠামোটি অন্য রূপ নিয়েছে — তফাৎ শুধু এইখানে। পরিবর্তনশীল জগতে যেকোন নীতি বা principle-এর উপলব্ধিও যে dynamic, rigid নয়, প্রতিটি সময়ের সীমার মধ্যে তার একটি বিশেষ রূপ রয়েছে, উপলব্ধির বিশেষ কাঠামো রয়েছে, একথা একমাত্র মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

তাহলে যে কথা বলছিলাম, যেকোন ভাল কথা, সত্য কথা বা সঠিক বিশ্লেষণ যখন আমাদের মত একটি ছোট পার্টি বলে বা করে — যে পার্টির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই, সাংগঠনিক দিক থেকে আজও যারা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পারেনি — তখন তার যা গুরুত্ব, সেই একই বক্তব্য যখন চীনের পার্টির মতো একটা বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ পার্টির নেতৃত্ব থেকে উপস্থাপিত হয়, তখন তা অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করে এবং লোকের মনে তা বিশেষভাবে দাগ কাটে। কাজেই এতদিন যে কথাটার উপর আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসেছি, আজ দশম কংগ্রেসে সেই কথাই বলা হয়েছে। ঠিকভাবে বুঝলে দশম কংগ্রেসের এই বক্তব্যের তাৎপর্য দাঁড়ায় — যদি বিপ্লবী হতে চাও, যদি বিপ্লব করতে চাও — সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য, সঠিক লাইনের জন্য স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে শেখো। কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে কোনও বিপ্লবীই হতাশায় ভোগে না। বরং সাহসের সাথে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করাই হচ্ছে বিপ্লবীর সত্যিকারের পরিচয়। এছাড়া, ভুল লাইন থেকে সঠিক লাইন চিনে নেবার মাপকাঠি হিসেবে দশম কংগ্রেসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ "শোধনবাদ নয়, মার্ক্সবাদের অনুশীলন করো ;ঐক্যবদ্ধ হও, বিভক্ত হয়ো না ;সরল ও মুক্তমনা হও, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করো না।" আমরাও এই সঠিক লাইন চিনে নেবার কথাই বার বার বলেছি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সঠিক লাইনের ভিত্তিতে নিরলস সংগ্রামের মূলমন্ত্র নিয়েই আমাদের শুরু এবং আজও আমরা এই মূলমন্ত্র নিয়েই চলছি। আমাদের দলের কর্মী ও নেতাদের এইরকম মানসিক গঠনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের দলের আসল শক্তি।

দশম কংগ্রেসের এই বক্তব্যগুলো আমাদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে সন্দেহ নেই — যদি আমাদের কর্মীরা সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন যে — দেখুন, বিপ্লব সফল করার এতদিন পরেও সঠিক লাইন অনুসরণ করার সংগ্রামকেই তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম বলে মনে করছেন। আদর্শ-নীতি এবং শক্তি — এই দুই-এর মধ্যে আদর্শ-নীতিকে তাঁরা প্রথম স্থান দিয়েছেন, তাকেই বাস্তবে রূপ দেবার জন্য গড়ে তুলতে চাইছেন শক্তিকে।

একটি প্রশ্ন এসেছে, যাতে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে দুটো বৃহৎ শক্তির (su-

perpower) মধ্যে নেতৃত্ব (hegemony) প্রতিষ্ঠার যে লড়াই — সেই দ্বন্দ্বটাকেই বর্তমান দুনিয়ায় মূল দ্বন্দ্ব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে কিনা। এই প্রশ্নের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। আসলে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের মূল রাজনৈতিক লাইনটিই যে দশম কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়েছে — শুধুমাত্র Lin Piao Legacy-কে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে নেওয়া হয়েছে — এই বিষয়টি ধরতে না পারার জন্যই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে আলোচনার সময় বর্তমান দুনিয়ায় চারটি প্রধান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম যে, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর সাথে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যে দ্বন্দ্ব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখা দিচ্ছে, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী দেশ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের প্রায় পুরোপুরি সমর্থন

আপনারা সকলেই জানেন যে, ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদই এশিয়া-আফ্রিকায় নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির অভ্যুত্থানকে আমরা যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছি এবং লেনিন বর্ণিত বর্তমান যুগের মূল চারটি দ্বন্দ্বের সাথে এইসব নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দেশগুলির একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ঘটনাকে পঞ্চ ম দ্বন্দ্ব হিসাবে কারোর পক্ষে মেনে নিতে আপত্তি হলেও, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তথা চারটি মূল দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে অন্তত পঞ্চ ম দ্বন্দ্বের মতো করেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা আমরা বলেছিলাম। কারণ, এইসব নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর অভ্যুত্থানের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে, তাকে ঠিক Imperialism বনাম National Liberation struggle-এর দ্বন্দ্বের 'ক্যাটিগোরি'তে ফেলা যায় না। কাজেই, আজকের দুনিয়ায় চারটি মূল দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের যথার্থ স্বরূপ এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারলে লেনিন নির্ধারিত চারটি মূল দ্বন্দ্বকে নিয়ে চলার চেষ্টা dogmatism-এর খপ্পরে পড়ারই নামান্তর হবে।

এতদিন পরে, প্রায় চৌদ্দ-পনের বছর বাদে চীনের পার্টি, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে Third World-এর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে, হুবহু এক না হলেও অনেকটা আমাদের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। দশম কংগ্রেসে বলা হয়েছে — ''The awakening and the growth of the Third World is a *major event* in the contemporary international relation. The Third World ... is playing an even more *significant role* in international affairs.''(Italics ours) — অর্থাৎ, "তৃতীয় বিশ্বের জাগরণ ও জন্ম সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ঘটনা। তৃতীয় বিশ্ব .... আন্তর্জাতিক বিষয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"(বাঁকা হরফ আমাদের)

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থাৎ লেনিন বর্ণিত চারটি প্রধান দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুত্থানকে একটি প্রধান ঘটনা বলা হয়েছে। আবার, একথাও বলা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্ব ক্রমেই বেশি করে আন্তর্জাতিক বিষয়ে, অর্থাৎ, লেনিন বর্ণিত চারটি মূল দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুত্থান বলতে চীনের পার্টি যদি এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির অভ্যুত্থানকে বুঝিয়ে থাকে, তাহলে দশম কংগ্রেসের এই বক্তব্যের দ্বারা চীনের পার্টি আমাদের '৫৯-'৬০ সালের এই বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সাথে কার্যত একমত হয়েছে। তবে, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলির অভ্যুত্থান এবং একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে তাদের দ্বন্দ্বকে আমরা যেভাবে পঞ্চ ম দ্বন্দ্বের মতো গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলেছি এবং এই সমস্ত দেশগুলো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করলেও, এদের মধ্যে যারা অগ্রসর — তারাই যে ভবিষ্যতে আবার সুপ্ত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করতে পারে এবং নিজ দেশে জনগণের আন্দোলনকে দমন করার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টের মতো ভূমিকা পালন করতে পারে — বিষয়টাকে তাঁরা এইভাবে বুজেছেন কিনা, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

দশম কংগ্রেসের রিপোর্টের এই একই প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, ''The struggle of the Asian, African and Latin American people to win and *defend national independence and safeguard state sovereignty* and national resources have further deepened and

broadened.''(Italics ours) — অর্থাৎ, ''**জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব** ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনসাধারণের সংগ্রাম আরও বেশি গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে।''(বড় হরফ আমাদের) আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রামকে সর্বত্রই শুধু স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম বলেই ব্যাখ্যা করা হয়নি, কোথাও কোথাও অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করার সংগ্রাম, এমনকী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সংগ্রাম বলে বলা হয়েছে। একথার একটি তাৎপর্য দাঁড়ায়। তা হচ্ছে, চীনের পার্টি তাদের এই দশম কংগ্রেসে নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্তত অনেক দেশকেই, বা কতকগুলো দেশকে স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলে মনে করে — যা আসলে লেনিনের ভাষায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তা সেসব দেশগুলো পুঁজিবাদের অর্থে যতই পিছিয়ে-পড়া হোক না কেন।

সুতরাং, সমস্ত নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলো ঢালাওভাবে People's Democratic Revolution-এর স্তরে রয়েছে বলে চীনের পার্টির দোহাই দিয়ে একদল তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা যেসব কথা বলছেন, তার যথার্থ কোনও ভিত্তি নেই। আসলে এইসব তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীরা কমিনফর্মের ঝ্ধানভ কর্তৃক উপস্থাপিত People's Democratic Revolution-এর ঢালাও তত্ত্ব এবং চীনের পার্টির বক্তব্যকে স্থান-কাল-নির্বিশেষে অন্ধের মতো অনুকরণ করার প্রবণতার দরুণই এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। দশম কংগ্রেসে চীনের পার্টির এই বক্তব্যটি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোকে আমাদের পার্টি যে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র, অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে, তারই সন্দেহাতীত জোরালো সমর্থন।

আমাদের পুরনো লেখায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বার বার তুলে ধরেছি। সেটা হল, এই সমস্ত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলো যখন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা করে তখন সেটাকে সমর্থন করা এক কথা— কিন্তু, এই সমর্থন করতে গিয়ে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর শান্তিনীতিকে সমাজতান্ত্রিক দেশের শান্তিনীতির সাথে at par (সমান) করে দেখাটা আর একটা কথা। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যারা এই সমস্ত নবজাগ্রত পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্র-চরিত্র সঠিকভাবে ধরতে পারেনি, দেখা যাচ্ছে তারা এটা না ধরতে পারার ফলেই, এদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে, নিজেরাই একটা স্ববিরোধিতার মধ্যে পড়েছে। কারণ, যে সমস্ত দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে চিহ্নিত করেছে, তাদেরই আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিনীতি অনুসরণের জন্য প্রগতিশীল বলে আখ্যা দিয়েছে। এটা কি করে সম্ভব, আমরা ভেবে পাই না। এ ব্যাপারে শুধু সোভিয়েট পার্টিই নয়, এমনকী চীনের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিরও আমরা সমালোচনা করেছি। তারা সেই বান্দুং সম্মেলনের সময় যখন 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' করেছে, তখন নেহেরুকে এমনভাবে peace-এর champion হিসেবে তুলে ধরেছে, যার দ্বারা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শান্তিনীতির সাথে তার যে কী পার্থক্য, সেটা শুধু তুলে ধরা হয়নি তাই নয় — তদানীন্তন বিশেষ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিনীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর যে বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছে, সেটাকেও উদ্‌ঘাটিত করা হয়নি। সুতরাং, এইসব নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর পুঁজিপতিশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিনীতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পক্ষে কার্যকরী নীতিগুলোকে অনুসরণ করাকেই শুধুমাত্র তারিফ করা হয়েছে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শান্তিনীতির সাথে এদের কি পার্থক্য, বা এদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসন যন্ত্রে দিনের পর দিন ফ্যাসিবাদের নানারূপ আত্মপ্রকাশের যে সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের যে ঝোঁক, বিশেষ করে অগ্রসর দেশগুলোর মধ্যে মাথাচাড়া দিতে চাইছে এবং সেদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতিকে দমন করার ক্ষেত্রে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এজেন্ট হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকার ভূখণ্ডে এরাই যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে — এই বিপদের দিকটি তুলে ধরা হয়নি এবং নিরবিচ্ছিন্ন আদর্শগত সংগ্রামের মারফত জনসাধারণকে সচেতন করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা হয়নি। আমাদের পার্টির পুরনো literature-এ এইসব বিপদ সম্পর্কে তখন বার বার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

একটি প্রবণতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অপর একটি প্রবণতা

দেখুন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে মনে হয় এই বিষয়টিকে তারা নীতিগত দিক থেকে ধরতে পেরেছেন, যদিও বিষয়টিকে তারা একটু অন্যভাবে উপস্থাপনা করেছেন। তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। বলেছেন, ''আমরা যখন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করি তখনও তার মধ্যে যে ঐক্যের প্রশ্নটি নিহিত থাকে সেটা আমরা অনেকসময় লক্ষ্য করি না। আবার, যখন তাদের সঙ্গে কোন ক্ষেত্রে ঐক্য করি, তখনও তাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের প্রয়োজন সেটা কখনও কখনও আমরা ভুলে যাই।'' চীনের পার্টির ইতিহাস তুলে ধরে তারা এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে — ''চেয়ারম্যান মাও আমাদের সর্বদা শিখিয়েছেন ঃ লক্ষ্য রাখতে হবে, একটি প্রবণতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আর একটি প্রবণতা। চে-তু-শিউ'র দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, যা 'শুধুই মৈত্রী, কোন সংগ্রাম নয়' — এই নীতির হয়ে ওকালতি করেছিল, তার বিরোধিতার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ওয়াং মিঙ-এর বামপন্থী সুবিধাবাদ, যা ওকালতি করেছিল 'শুধুই সংগ্রাম, কোন মৈত্রী নয়'-এর পক্ষে। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও দেশের সংগ্রামের বেলায়, উভয় ক্ষেত্রেই, অতীতের প্রবণতাগুলির অনুরূপ প্রবণতা দেখা দিতে পারে — অর্থাৎ, বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীর সময়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ভুলে যাওয়া এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য ভেঙে গেলে তাদের সঙ্গে সেই অবস্থায় মৈত্রীর সম্ভাবনাকে ভুলে যাওয়া। সময়মত এইরকম প্রবণতাগুলি চেনা ও তাদের সংশোধন করা আমাদের কর্তব্য।''

এই প্রসঙ্গে যুক্ত আন্দোলনে 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' এই নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে একটু আলোচনা করে যেতে চাই। যে গুরুত্বপূর্ণ মূল নীতি নিয়ে আমরা এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন ও বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত রকম সুবিধাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করে আসছি, তা হচ্ছে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার অপরিহার্যতা নিয়ে লড়াই। আশ্চর্যের বিষয় যে, 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' সম্পর্কে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী এই নীতিটি আমাদের পার্টির দ্বারা অনুসরণের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে এদেশে প্রবল চাপ এসেছে এবং এখনও আসছে মূলত তথাকথিত বৃহৎ দুটি নামধারী কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে। তারা আমাদের দ্বারা অনুসৃত এই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতিটির বিরুদ্ধে তাদের দলের কর্মী, সমর্থক ও বাইরের জনসাধারণকে অহরহ এই বলে ভুল বোঝাচ্ছে এবং বিভ্রান্ত করছে যে, আমরা নাকি শুধু মুখেই ঐক্যের কথা বলি, কিন্তু কাজে ঐক্যবিরোধী আচরণ করি — যেহেতু, আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেও সি পি আই (এম) ও সি পি আই-কে সমালোচনা করি — যদিও একথা ঠিক যে, আমরা যখন তাদের সমালোচনা করি, তখন সবসময় তা আদর্শ-নীতি ও সংগ্রামের কৌশলগত প্রশ্নেই করে থাকি। সাধারণ ও মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুকে ভিত্তি করে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে। এই ঐক্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করতে করতেও সংগ্রামের উদ্দেশ্য, কলাকৌশল, রীতিনীতি সংক্রান্ত বিষয় এবং 'অ্যাপ্রোচ'কে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক লাইনের জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে যে মত পার্থক্য দেখা দিতে বাধ্য, তাকে কেন্দ্র করে নিরন্তর ঐক্যের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামের প্রশ্নটি কোনমতেই খাটো করা চলে না। একমাত্র নেতৃত্ব বজায় রাখার কায়েমী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি থেকেই এর গুরুত্বকে লঘু করে দেখা চলে, বা অস্বীকার করা চলে। আমরা যখন কোন একটি সময়ে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে, বা কোন একটি বিপদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তখনও আমরা ভুলতে পারি না যে, মূল শত্রু বা প্রধান বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যেও আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য অন্য ধরণের বিপদ লুক্কায়িত থাকে। তাছাড়া, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে আদর্শ, লাইন, 'অ্যাপ্রোচ'কে কেন্দ্র করে যে নিরন্তর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাকে অস্বীকার করার মানেই হ'ল — নীতি, আদর্শ, লাইনকে মুখে না বললেও কার্যতঃ বর্জন করা, যা আদর্শ ও মূলনীতির ক্ষেত্রে আপোষ করারই নামান্তর। কারণ, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বা কোন একটি সময়ে কোন একটি প্রধান বিপদ বা ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা একটি বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট ও সর্বস্বীকৃত কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলেও সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে আন্দোলনের কলাকৌশল, রীতি নীতি, 'অ্যাপ্রোচ'কে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য দেখ দিতে বাধ্য, যদি সত্য সত্যই আমরা যে ভিন্নতর মূল রাজনৈতিক লাইনের কথা বলি, তা যথার্থই mean করি।

কাজেই যারা মনে করে, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল রাজনৈতিক লাইনে যখন মতপার্থক্য রয়েছে, তখন

পরস্পরের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না, বা যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে না — তারা যেমন ভ্রান্ত, আবার, যারা মনে করে, ইস্যুর ভিত্তিতেই হোক্, বা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই হোক, যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বা যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, তখন আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কলাকৌশল, রীতিনীতি, বা 'অ্যাপ্রোচ' নিয়ে পরস্পর সমালোচনা, বা মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যাহত হয় — তারাও ভ্রান্ত। এই দুই দলই হয় বামপন্থী বিচ্যুতি, না হয় দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিতে suffer করছে। একদল all unity, no struggle এবং আর এক দল all struggle, no unity preach করছে। আমরা মনে করি, আদর্শ ও মূল রাজনৈতিক লাইনের ক্ষেত্রে বিরোধ থাকার দরুণ যুক্তফ্রন্ট বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটে থাকে। কিন্তু, এর দ্বারা কখনই ঐক্য বিঘ্নিত হয় না, বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দুর্বল হয় না। বরং, জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামগুলোকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরস্পরবিরোধী মূল রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে সুস্থ আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেও আদর্শ ও মূল নীতির প্রশ্নে আপোষ করলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দুর্বল করা হয় এবং শেষপর্যন্ত ঐক্যকেই বিঘ্নিত করা হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই নীতিটি এবং একটি সুবিধাবাদী শক্তির বা ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্যেও যে অপর একটি সুবিধাবাদী শক্তি বা ঝোঁক লুক্কায়িত থাকে — সুদূর অতীতকাল থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের মধ্যেকার এই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যটিও এবার highlight করা হয়েছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষা করার সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা — দুইই বাস্তব সত্য

আমাদের পার্টির আর একটি মূল্যবান বিশ্লেষণকে চীনের পার্টির দশম কংগ্রেস কি অদ্ভুতভাবে confirm করল, লক্ষ্য করুন। যখন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব খোলাখুলিভাবেই imperialism generates war এবং law of inevitability of war সংক্রান্ত লেনিনের মূল্যবান থিসিসের কার্য্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলতে শুরু করে, যুদ্ধের আশঙ্কাকে লঘু করে দেখায় এবং একতরফা শান্তির সম্ভাবনার ওপর জোর দিতে থাকে, peaceful co-existence (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান)-এর লেনিন-স্ট্যালিনের নীতিকে কার্যত peaceful capitulation (শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ)-এ পর্য্যবসিত করে, এ যুগটাকে নতুন করে disintegration of imperialism (সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়ার যুগ)-এর যুগ বলে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, U.S. Nuclear black-mailing-এর ফাঁদে পা দেয় বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় — যেভাবেই আজ বুঝুন — cult of personality-কে fight করার অজুহাতে সৃষ্টি করে আসলে de-Stalinisation-এর কাজে হাত দেয় — তখন এইসব প্রশ্নগুলোকে নিয়ে সাম্যবাদী দুনিয়ায় বিভিন্ন মহলে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং চীনের পার্টির সঙ্গেও বিরোধ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। চীনের পার্টি ক্রুশ্চেভের revisionist চিন্তাধারাকে fight করতে গিয়ে তখন যেসব দলিল এবং পুস্তিকা-প্রবন্ধ প্রকাশ করে, সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যারা শোধনবাদের বিরুদ্ধতা করতে শুরু করে, দুনিয়ার অনেক দেশের কমিউনিস্টদের এই নয়া শোধনবাদ বিরোধিতার আন্দোলনের মধ্যেই আর একটা প্রবণতা লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তাহ'ল শান্তি আন্দোলন, শান্তি আলোচনা এবং peaceful co-existence-এর নীতির কার্য্যকারিতাকেই অস্বীকার করার ঝোঁক এবং প্রবণতা। এরই ফলে এই পক্ষ একতরফা শুধু যুদ্ধের আশঙ্কার প্রতি জোর দিতে থাকে এবং লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুং থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এমন সব উদ্ধৃতি দিতে থাকে, যার ফলে এমন বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়, যেন চীনের পার্টি শান্তিরক্ষা করার এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করছে। নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট আলোচনা করার সময়ই আমি দেখিয়েছি — এই ধারণা কতটা ভ্রান্ত। একতরফা এই ধরনের আলোচনার ফলে বিভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, যেন চীনের পার্টি লেনিন-স্ট্যালিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিটিরই বিরোধী এবং চীনের পার্টি যুদ্ধের মধ্য দিয়েই কমিউনিজম্ এবং সমাজতন্ত্র বিস্তারের ওকালতি করছে।

আমাদের পার্টির বিশ্লেষণকে দশম কংগ্রেস যে এইভাবে confirm করছে সেটা এই পটভূমিকাতেই বিচার করা দরকার

এই সব controversy যখন চলতে থাকে, সেই ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ তখনই নানাদিক থেকে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, শুধুমাত্র একতরফা শান্তি আন্দোলনের ওপর জোর দেওয়া, শান্তিরক্ষার

সম্ভাবনাকেই বড় করে দেখা, অথবা যুদ্ধের আশঙ্কাকেই নানান তত্ত্ব ও ঘটনার সাহায্যে একতরফা জোর দেওয়া — এ দুটোই ভুল। সেদিন আমরা বলেছিলাম যে, আজকের দিনে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন, দেশে দেশে শান্তি আন্দোলন যদি দুর্বল না হয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির যদি রাস্তা না হারায়, যদি তাদের রাজনীতিটা ঠিক থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের নীতির বিরুদ্ধে সদাসর্বদা সজাগ থাকে — তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ লাগাবার পরিকল্পনা করতে করতেই শেষ হয়ে যাবে — যুদ্ধ আর লাগাতে পারবেনা। কিন্তু, যদি নেতৃত্ব বিপথগামী হয়, অনৈক্য দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হয় — তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যেহেতু সমস্ত factor-ই অবস্থান করছে, সেহেতু যেকোন সময় যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। এই ছিল আমাদের বক্তব্য। সমস্ত দিক বিচার করে আমরা সেদিন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম যে, আজকের পরিবর্ত্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়া এবং শান্তি রক্ষা করার বাস্তব সম্ভাবনা যেমন বিরাজমান, তেমনি অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, কমিউনিস্টরা এবং দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ও গণআন্দোলন উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে, বা ভুল করলে, যেকোন মুহূর্তে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার বাস্তব আশঙ্কাও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান — এ দুই-ই বাস্তব সত্য। এতদিন বাদে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে দশম কংগ্রেসে যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে ঠিক আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের হুবহু অনুরূপ সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে দেখা গেল। এই ঘটনাটি আমাদের দলের পক্ষে কম গৌরবের নয়। দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে —

''The danger of a new world war still exists, and the people of all countries must get prepared. But revolution is the main trend in the world today. It will be possible to prevent such a war, so long as the peoples, who are becoming more and more awakened, keep the orientation clearly in sight, heighten their vigilance, strengthen unity and persevere in struggle. Should the imperialists be bent on unleashing such a war, it will inevitably give rise to greater revolution on a world-wide scale and hasten their doom.' — অর্থাৎ, "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ আজও বর্তমান এবং সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষকে এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু, বর্তমান দুনিয়ার মূল ধারাই (trend) হচ্ছে বিপ্লব। এই যুদ্ধকে তখনই প্রতিহত করা যায়, যখন যে জনসাধারণ ক্রমাগত অনেক বেশী সচেতন হচ্ছে সেই জনসাধারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ রাখে, সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করে, ঐক্যকে সুদৃঢ় করে এবং সংগ্রামে অবিচল থাকে। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি এমতাবস্থায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তবে সেটা বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করবে এবং সাম্রাজ্যবাদের কবর খুঁড়বে।" অথচ দেখুন, সোভিয়েট এবং চীনের নেতৃত্ব এতদিন ধরে এই সমস্ত প্রশ্নে দুদিক থেকে fight করে আসছিল। কিন্তু আমাদের শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতামতকে প্রভাবিত করতে না পারলেও এইসব প্রশ্নে আমাদের বিশ্লেষণ যে সঠিক ছিল — একথা আজ মানতেই হবে। অন্ততঃ দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট সেই কথা বলে।

আপনাদের মধ্যে যারা পুরানো কর্মী এখানে উপস্থিত আছেন, তারা সকলেই জানেন, শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ ও তার দলবল সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কব্জা করার পর থেকেই লেনিন বর্ণিত "সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের" যুগে যুদ্ধ, শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নে লেনিন-স্ট্যালিনের মূল শিক্ষাগুলিকে এবং সিদ্ধান্তগুলিকে শোধনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গোলমাল করার চেষ্টা শুরু করে। একথা আমরা অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারি যে, CPSU-র 20th Congress কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করলেও তারই মধ্যে যে floodgate of revisionism এবং লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল, সে সম্বন্ধে দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে আমরা সেদিনই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলাম। আপনারা সকলেই জানেন, সে সময়ে 20th Congress-এর রিপোর্টে ক্রুশ্চেভ ও মিকোয়ানের কোন্ কোন্ বক্তব্যের ওপর কী তীব্র সমালোচনা আমরা করেছিলাম। আমার একথার প্রমাণ, আমাদের তখনকার বক্তৃতা, প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও নানা দলিলে পাওয়া যাবে। তখন কিন্তু দুনিয়ার কোন কমিউনিস্ট পার্টি, এমনকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও-সে-তুং এর কোনও লেখা, বিবৃতি ও বক্তব্যের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া গেছে — অন্ততঃ আমার তা জানা নেই। বরং, যে 20th Congress-এর মধ্যে floodgate of revisionism opened হওয়ার সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল এবং ক্রুশ্চেভ, মিকোয়ান সেই সময়ে যার chief architect, সেই 20th Congress-এর পরে, যতদূর মনে পড়ে, মাও সে-তুং যে greetings সোভিয়েট কমিউনিস্ট

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, তা প্রায় এইরকম — The Central Committee of CPSU headed by Comrade Khrushchev has illumined the path — ভাষাটা ঠিক এইরকম কিনা আমার মনে নেই — তবে তার ভাবার্থ ছিল এইরকম। দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও 20th Congress-এর সিদ্ধান্তের মধ্যেই যে শোধনবাদী ঝোঁক লুক্কায়িত রয়েছে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে প্রায় সেই একই ভাষায় ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে তারিফ করেছেন।

পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শোধনবাদীরা করায়ত্ত করলেই সেখানে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা চলে না।

এবার দশম কংগ্রেসের রিপোর্টের আলোচনায় ফিরে আসা যাক্। সোভিয়েট রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে যে বক্তব্য বলা হয়েছিল, তার সাথে আমাদের দলের মতপার্থক্য কোথায়, কতটুকু এবং কেন ছিল বা আজও আছে, গোটা রিপোর্টের মধ্যে এই প্রশ্নে যেসব স্ববিরোধী মন্তব্য স্থান পেয়েছিল, এবং এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা যে সমালোচনা সেদিন করেছিলাম, সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। কিন্তু, আপনারা যদি দশম কংগ্রেসের রিপোর্টটিকে নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, পূর্বের অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধিতা থেকে এবারের রিপোর্টটিকে অনেকখানি মুক্ত করা হয়েছে এবং মাও সে-তুং-এর এই সেই কোটেশনটি — যেটা নাকি বিভ্রান্তি বাড়াতেই সাহায্য করছিল বলে আমরা বলেছি — সেটাও এবার রিপোর্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের অন্য একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেখানে বলা হয়েছে ঃ "তাঁদের (লিনপিয়াও চক্র - প্রকাশক) অনুসৃত প্রতিবিপ্লবী শোধনবাদী লাইনের সারবস্তু ও তাদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অপরাধমূলক লক্ষ্য ছিল পার্টি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, নবম কংগ্রেসের লাইনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করা, সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক ঐতিহাসিক পর্যায়ের জন্য পার্টির মৌলিক লাইন ও পলিসিগুলির আমূল পরিবর্তন করা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি শোধনবাদী ফ্যাসিস্ট পার্টিতে পরিণত করা, সর্বহারার একনায়কত্বকে ধ্বংস করা এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।"

বলাবাহুল্য, লিন পিয়াও চক্রের বিরুদ্ধে এবং চীন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা হলেও এর মধ্য দিয়ে যে যুক্তিটা বেরিয়ে আসছে — সোভিয়েট রাষ্ট্রটিকে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী বলার ক্ষেত্রেও তাদের সেই একই যুক্তি অতি সরলীকরণের (oversimplification) দোষে দুষ্ট বলে আমি মনে করি। পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শোধনবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সেখানে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদ restored হয়েছে — এরকম একটা ছেলেমানুষী যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি এবং এর সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমরা মনে করি না। তবে, এ সম্পর্কে আমার আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা আছে, সেটা পরে আলোচনা করছি।

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

তার আগে একটি ছোট প্রশ্নের ওপর আলোচনা করে নিতে চাই। একটি প্রশ্ন এসেছে — social imperialism বা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কথাটার অর্থ কী? একথাটার সত্যিকারের তাৎপর্য্য কি? একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে, সাম্যবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই যদি ক্রমাগত polluted হতে হতে প্রতিবিপ্লবের পথ বেয়ে সাম্রাজ্যবাদী বনে যায়, তাহলে তার সাথে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের একটা পার্থক্য থাকে। সে পার্থক্যটা কি? সে পার্থক্যটা হ'ল, একদিকে সমাজতান্ত্রিক শাসনের কেন্দ্রিকতা (centralism), অন্যদিকে radical slogan-এর বিভ্রান্তি — যে মোহ traditional imperialist country-র ক্ষেত্রে হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনসাধারণের সামনে তারা চূড়ান্ত অত্যাচারী শোষক বলেই পরিচিত। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের কথা বলে তাদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। এই দিকটিকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যই ওরা social imperialism শব্দটি ব্যবহার করেছে — এটা হল একটা দিক।

দ্বিতীয়তঃ একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ নরঘাতক (butcher) হওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তার সুযোগ সুবিধাগুলো পুরানো ঐতিহ্যের ভিত্তিতে যতটুকু কাজ করে, একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে সেটা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন আমেরিকার মত একটি দেশ — যে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমণি এবং যে দেশকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত লোক একটা sordid military regime (জঘন্য

সামরিক শাসন ব্যবস্থা) বলে আখ্যা দিয়েছেন — সেই আমেরিকার মত দেশে watergate scandal নিয়ে কি তুমুল হৈ চৈ হ'ল — গোটা state, pentagon এবং military-র বিরুদ্ধে কি ধরণের তুলকালাম কাণ্ড হ'ল, যার ফলে জনমতের চাপে পড়ে সেখানে একটির পর একটি মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু, social imperialist চরিত্র নিয়ে কোন রাষ্ট্র গড়ে উঠলে — সেখানে এ ধরণের ঘটনা কল্পনা করাও অসম্ভব। কেননা, তারা মার্কসবাদের বুকনী দিয়ে, প্রগতির লেবেল এঁটে দেশ-বিদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে,befool করে। মার্কসবাদের নাম করেই তারা বোঝাতে চায় যে, সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হ'ল, প্রগতির বিরুদ্ধে যাওয়া, জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এইসব বোঝাতে বোঝাতেই জনসাধারণকে নির্মমভাবে দমন করতে তারা এগিয়ে আসে। তাই traditional capitalist imperialist countryগুলোতে democratic opposition-এর সুযোগ যতটুকু থাকে — এখানে সেই সুযোগ অনেক কম। ফলে, ruthless oppression বেশী হবে, প্রগতির নামে বিভ্রান্তি বাড়বে। সেই অর্থে একথা মানতেই হবে যে, সত্যিই কোন দেশে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যে আক্রমণ নেমে আসবে — সেটা traditional capitalist imperialist country-র চেয়েও মারাত্মক। তাই কোন একটি দেশকে যদি কেউ সত্যি সত্যিই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলে মনে করে (সেই মনে করাটা সঠিক কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা) তাহলে সেই দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে চূড়ামণি আমেরিকার চাইতেও জঘন্য মনে করাটাই তো স্বাভাবিক। যারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমেরিকার সঙ্গে সমকক্ষ হিসাবে তুলে ধরার পেছনে চীনের পার্টির কি যুক্তি আছে সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাঁদের বিষয়টিকে এদিক থেকে বিচার করতে বলছি।

এখানে একটি প্রশ্ন এসেছে — সেটাকে খুব ভাল করে সকলের বোঝা দরকার। মার্কসবাদের উপলব্ধিকে যদি আমরা খুব দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে না পারি, পাকাপোক্ত না করতে পারি তাহলে এই ধরণের বিভ্রান্তি বার বার দেখা দিতে বাধ্য। প্রশ্নটি হ'ল যে, মার্কসবাদীরা সকলেই জানেন যে, কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই সেই দেশের বৈদেশিক নীতিও নির্ভর করে। এখন যেহেতু আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ নানা বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে — সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র প্রমাণের জন্য এই ঘটনাই কি যথেষ্ট নয়?

বিষয়টাকে এইভাবে বিচার করাটাকে আমি মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত বলে মনে করি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কোন একটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কখনই কি deviate করতে পারে না, কখনই ভুল করতে পারে না? অথবা কোন সময়ে, কোন অবস্থাতেই এমনকি সাময়িকভাবে হলেও, পার্টির নেতৃত্ব কি agent peovocateur-দের দ্বারা কুক্ষিগত হতে পারে না? এবং যদি হয় — যেহেতু সেই নেতৃত্বের পেছনে রাষ্ট্রের সমর্থন থাকে — তখন তাকে কি সঙ্গে সঙ্গেই হঠানো যায়? আর, এরকম ঘটনা ঘটলে এটাই তো স্বাভাবিক যে, সেই নেতৃত্ব বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দহরম মহরম করবে এবং imperialist intrigue-এর সাথেই নিজেদের যুক্ত করবে? সুতরাং, যেহেতু মার্কসবাদে বলা আছে যে, বৈদেশিক নীতি হচ্ছে দেশীয় নীতির, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভিত্তির, প্রতিফলন — অমনি সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা চলে কি যে, সে দেশের অর্থনীতিটা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমি মনে করি, এটা মার্কসবাদ নয়। এটা মার্কসবাদের নামে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ (economic determinism)। যেমন ধরুন, রাষ্ট্র কাঠামো, অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আমরা সকলেই জানি যে, রাষ্ট্র হচ্ছে অর্থনৈতিক ভিত (economic base)-এর উপরিকাঠামো (superstructure), এই হচ্ছে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা। কিন্তু, এটাও তো ঠিক যে, লেনিন বলেছেন যে, Politics always supersedes economy — অর্থাৎ আজকের দিনে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে এবং তারাই নিয়ামক শক্তির মত কাজ করছে।

অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক কি

যেমন দেখুন, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিটা perfect থাকলেও যদি দলের নেতৃত্বটা polluted হয়ে যায় — তাহলে, এই অধঃপতনের হাত থেকে নেতৃত্বকে রক্ষা করতে না পারলে যে, এই socialist economic baseটাও একদিন পচে যেতে পারে — এমন সম্ভাবনার কথা আমরা আলোচনা করছি। তাহলে, baseটা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিটা সঠিক আছে বলে automatically নেতৃত্বও ঠিক থাকবে, base এবং superstructure-এর সম্পর্কটা, বা অন্যদিক থেকে আমরা যেমন বলি, idea এবং matter-এর

পারস্পরিক সম্পর্কটা — এরকম mechanical বা যান্ত্রিক নয়। আর, এগুলোকে fight করতে গিয়েই লেনিন বলেছেন, politics supersedes economy। আর, চীনের পার্টি অমনি যুক্তি করতে শুরু করলেন, যেহেতু রাজনৈতিক ঘটনা অর্থনৈতিক ঘটনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে — অতএব দলের নেতৃত্ব শোধনবাদীদের দ্বারা কুক্ষিগত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, এর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিতটাও সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি মনে করি, economic determinismকে fight করার নামে হলেও base এবং superstructure-এর সম্পর্কের এটাও একটা যান্ত্রিক উপলব্ধি মাত্র।

সে যাই হোক, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, লেনিনের "এপ্রিল থিসিস"টি এই উপলব্ধির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেননা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার দিক থেকে বিচার করলে রুশ বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায়ভুক্ত করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করার ক্ষেত্রে লেনিন সবসময় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকেই প্রধান এবং নিয়ামক বলে গণ্য করেছেন — অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা অন্য কিছুকেই নিয়ামক বলে মনে করেননি।

শুধু তাই নয়। একটি রাষ্ট্র জাতীয় বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র অর্জন করেছে কিনা — সেটা বিচার করার প্রশ্নেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের ওপর সেই দেশের নির্ভরশীলতাকে লেনিন আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। কাউট্স্কির সাথে রোজা লুক্সেমবার্গের এই প্রশ্নে যে বিতর্ক ছিল — সে ব্যাপারে লেনিনের মতামত আমরা সকলেই জানি — যেটা তাঁর ''Right of nations to self-determination" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন এবং সেসম্পর্কে আমাদের দলেও অনেক আলোচনা হয়েছে।

এইসব তত্ত্বগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে, একথা ধরতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবার কথা নয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও কিছুদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট কিছুটা থাকা সত্ত্বেও এবং সেই অর্থে economically এটা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অবস্থান করলেও, কেন আমরা ভারতবর্ষের বিপ্লবকে তখন থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে আছে — এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম। আমরা সেদিনই বলেছি যে, স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যেহেতু রাষ্ট্রটি বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্র হয়ে পড়ল, সেই অর্থে এবং to that extent ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করল। আর, এখন তো অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই — যা আছে সেটা কিছুটা সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে — যেটা জাতীয় নেতৃত্বের আপোষের ফলে পুরানো সমাজের hangover হিসেবে অবস্থান করেছে। বৈদেশিক নীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন — এই তত্ত্বটি সাধারণভাবে সঠিক হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে নানাদিক বিচার করেই এর বিশেষ উপলব্ধি গ্রহণ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্ব আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে

কিছুদিন আগে আমাদের দলের ইংরাজী মুখপত্র Proleterian Eraতে Breznev-Nixon বৈঠকের ওপর একটি লেখা বেরিয়েছিল। তাতে আমরা বলেছিলাম যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব আমেরিকার সঙ্গে hand in gloves (হাত মিলিয়ে) চলছে এবং আধিপত্য বিস্তার (sphere of influence extend) করতে চাইছে। পরবর্তীকালে Arab-Israel-এর ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই বিশ্লেষণটি যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মত কাজ করেছে। এই ঘটনার সময়েও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল — যেটা চীনের বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশী categorical ছিল। আমরা যতটা বলেছি, চীন ঠিক ততটা না বললেও — আমাদের এবং তাঁদের বক্তব্যের ধরণটা ও tuneটা এক ছিল। তফাৎটা শুধু এইখানে ছিল যে, সমালোচনা করার সময় — চীন যেখানে সাধারণভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন, U.S.S.R. বলেছে — আমরা সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্ব বা revisionist leadership of the U.S.S.R. — এইভাবে সমালোচনা করেছি। কেননা, চীনের পার্টির মত নিঃসংশয়ে আমরা এখনও conclude করতে পারিনি যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, একদিকে যখন সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা এবং সমালোচনা করেছি — ঠিক একই সময় সোভিয়েট জনসাধারণ এবং দুনিয়ায় মানুষের সামনেও আমরা একটি আবেদন রেখেছি। আজকে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্ব যেভাবে international monopoly capitalকে, তাদের corporate house-গুলোকে অফিস

এবং এজেন্সী খুলতে দিয়েছে, যেভাবে সেখানে পুঁজিবাদের ঝোঁক (capitalist tendency) বাড়ছে, speculation বাড়ছে, commodity circulation and small production-এর পরিধি বাড়ছে এবং profit incentive ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে — এ রকম অবস্থাতে আমরা এই আশঙ্কাকেই প্রকাশ করেছি যে, যদি অবিলম্বে এই সমস্ত ঝোঁককে রোখা সম্ভব না হয় — তাহলে লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে গড়া রাষ্ট্রটি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই গোটা দুনিয়ার এবং রুশ দেশের জনগণের কাছে আমরা এই আবেদনই করেছি যে, দুনিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি বাঁচাবার জন্য তারা যেন সকলে এগিয়ে আসেন।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি হাতিয়ার নষ্ট হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটি নষ্ট হয়ে যায় না

এই প্রসঙ্গে লেনিনের দু'একটি বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লেনিন পরিষ্কারভাবে একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, যে, আপনাদের মনে রাখতে হবে, বিপ্লবের আগে শ্রমিকশ্রেণী একটিমাত্র হাতিয়ারের (instrument) অধিকারী এবং সেই হাতিয়ার হচ্ছে পার্টি। এই পার্টিটিও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র (unarmed), অবশ্য এটা আমি বললাম। কিন্তু, শ্রমিকের স্বার্থকে advance করার জন্য যে বিপ্লবের পথ দুটো অস্ত্রের অধিকারী হয় — একটা পার্টি হচ্ছে আরেকটা রাষ্ট্র। লেনিন দুটোকে যে আলাদা করে distinctly বলেছেন, তার একটা মানে আছে। এর মানে এ নয় যে, একটা অস্ত্র, নেতৃত্ব polluted হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে automatically অরেকটাও নষ্ট হয়ে যায়। এখন, এক সময় কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা controversy, অর্থাৎ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেটা হ'ল, কোন দেশের সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই পার্টি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একথা বলা চলে কিনা।

আবার বিপরীতপক্ষে, পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা ঠিক কিনা। লেনিন বলেছেন, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব যদি সত্যিসত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয় — অর্থাৎ, সর্বহারাশ্রেণী শ্রেণীগতভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয় — তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পার্টির একনায়কত্বও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — যেহেতু, সর্বহারাশ্রেণীকে পার্টির মধ্য দিয়েই কাজ করতে হয়। কিন্তু, পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব সত্যিসত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা — এটা বুঝতে হলে দেখতে হবে যে, সর্বহারাশ্রেণী শ্রেণীগত দিক থেকে সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে কিনা।

আমার মনে হয় মাও সে-তুং লেনিনের এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি ভুলভাবে ধরে নিয়ে একটি যুক্তি খাড়া করেছেন, সেটা তিনি মুখে বলুন আর নাই বলুন। যেহেতু লেনিন বলেছেন যে, পার্টি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও সবসময়ে automatically একথা বলা চলে না যে, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেহেতু কোন পার্টি-রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ব করার পর তার নেতৃত্ব একটা সময়ে এসে শোধনবাদী নেতৃত্বে পরিণত হলে, তৎক্ষণাৎ সেই যুক্তিতেই তো বলা চলে যে, সেখানে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি। বিষয়টা অত সহজ (simple) বলে মনে করি না।

আমার এখানে প্রশ্ন হ'ল, বিপ্লবের পর সর্বহারাশ্রেণীর হাতে যে দুটো instrument থাকে, এটা লেনিন আলাদা করে দেখালেন কেন? একথাটার সত্যিকারের তাৎপর্য্য কি? এই দুটো instrument-এর কার্য্যকলাপ শুধু যে একটা আর একটার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তাই নয়, এমনকি অনেকটা নির্ভরশীলও বটে — তবুও এই দুটো instrument-এর একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে এবং এদের একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা (relative independence) আছে বলে আমি মনে করি। তা যদি হয়, তাহলে একটি অস্ত্র pollued হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি অস্ত্রও pollued হয়ে গেল — এ রকম কথা ঘটনা বিচার না করে বলা চলে কি? যে শ্রমিকশ্রেণী তার রক্ত-মাংস দিয়ে, বহু সংগ্রামের ফল হিসেবে একটি হাতিয়ার (instrument) গড়ে তুলেছে — সেটা তারা এত সহজে এবং বিনা সংগ্রামে নষ্ট হতে দিতে পারে কি? পার্টি নেতৃত্ব শোধনবাদী হওয়ার ফলে অনেক ক্ষতি নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত খোলনলচে পাল্টে যায় — ব্যাপারটা এরকম নয়। এই দুটো হাতিয়ারকে আলাদা করে দেখাবার তাৎপর্য্য এইখানেই — যেটা মাও সে-তুং, তাঁর বহু ক্ষমতা থাকা সত্বেও, ধরতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়নি। একটি instrument নষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আর একটি instru-

ment নষ্ট হয়ে গেল — আমি মনে করি, এটা wrong understanding of Lenin's thesis। তাহলে, তাদের আর একটা কথারও জবাব দিতে হবে। যদি এ ঘটনাই সত্য হয় যে, পার্টি নেতৃত্ব শোধনবাদীদের দ্বারা কুক্ষিগত হলেই রাষ্ট্রটাও সঙ্গে সঙ্গে pollued হয়ে যায়, তাহলে চীনের পার্টি যেদিন থেকে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে সংশোধনবাদী বলে আখ্যা দিয়েছে — সেদিন থেকেই তারা এটা conclude করেনি কেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী হয়ে পড়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাঁদের এত বছর সময় লাগল কেন? একটা লোক deviate করতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে যে renegade হয়ে যায়, তা নয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ রকম বহু নজীর আছে — আমি আর তার মধ্যে যেতে চাই না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে কিনা — কি দিয়ে বিচার করব

এখানে একটি প্রশ্ন এসেছে, তা হচ্ছে, কি কি সেই বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে বোঝা যায়, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র deviate করতে করতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রশ্নটি ভালভাবে আলোচনা করতে হলে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। কিন্তু, অত সময় আমি পাবনা। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের উপর আলোচনা করার সময়ই আমি এ সম্পর্কে মৌলিক কতকগুলো বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম। সেই মূল মূল দিকগুলো সামনে রেখেই আপনাদের বিষয়টাকে বুঝতে হবে। আমি তখনই বলেছিলাম যে, এটা প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপাদন কাঠামো, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উৎপাদনের মূল কাঠামোকেই পাল্টে দিয়েছে। এখন, এ সম্পর্কে যেহেতু, আবার প্রশ্ন এসেছে আমি সংক্ষেপে এর অন্যান্য কিছু কিছু দিকও আলোচনা করতে চাই।

আমার মনে হয়, বিষয়টিকে নানাদিক থেকে পর্যালোচনা করা দরকার। আপনাদের প্রথমতঃ দেখা দরকার, তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ, political move কোন্ দিকে যাচ্ছে? অর্থাৎ, তাদের এই রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের orientation বা মূল লক্ষ্য কি? সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাঁটছড়া বেঁধে চললেও তাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব আছে কি না। অর্থাৎ, স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা কিছুটা হলেও পালন করে কিনা? ব্যাপারটা কি এরকম যে — সর্বক্ষেত্রে, সবসময় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেই সে কাজ করেছে, নাকি সেরকম একটা ঝোঁক থাকলেও তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বও আজ কাজ করে? যেমন ধরুন, ভিয়েতনাম, বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনাম, যারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে তাদের বন্ধু খুঁজে পেতে পারেনা। এটা হ'ল একটা দিক। দ্বিতীয়তঃ, ভিয়েতনাম — আজ যতটা দেখতে পারছি, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে চীনের পক্ষে। কিন্তু, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে আদর্শগত নানা প্রশ্নে সমালোচনা করা সত্ত্বেও সোভিয়েটকে বন্ধু হিসেবে দেখবার চেষ্টা করে। কেন? এই কথাটা ভাবা দরকার। তারা বরঞ্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশী ভুক্তভোগী। দেখুন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সেই Lon Nol* কে সোভিয়েট স্বীকৃতি দিল। অথচ, এসব সত্ত্বেও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা আজও সোভিয়েটকে বন্ধু বলে মনে করছে এবং এই ব্যাপারে চীনের সাথে তাদের মতপার্থক্য আছে। হো-চি-মিনের মৃত্যুর আগে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি দলিলে তাদের বক্তব্যের এই সুরটাই আমি পেয়েছি। তারা সোভিয়েট সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ঠিকই — কিন্তু, সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে চীনের পার্টির মূল্যায়নের সাথে তারা একমত হতে পারেন নি। এখন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন নীতির সাথে সোভিয়েটের যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাতে লাভ কি হচ্ছে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু, দ্বন্দ্বগুলো যে আছে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, দেখতে হবে যে, সোভিয়েটে উৎপাদন-সম্পর্কটি পাল্টে গেছে কিনা, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তে সেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। আরও পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় যে, সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে উৎপাদন-সম্পর্ক, সেটা সেখানে পাল্টে গেছে কিনা। তবে এই প্রসঙ্গেও দু-একটি বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার। নাহলে সমস্যা ধরার ক্ষেত্রে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পের যে জাতীয়করণ হয়, তার মধ্য দিয়ে

সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাকে আমরা সামাজিক মালিকানা বলিনা। মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিল্পের জাতীয়করণ ঘটলে সেখানে সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্য বজায় থাকে, মজুর-মালিক সম্পর্কেরও কোন পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ, শোষণ-নিপীড়ন অব্যাহতই থাকে। শুধু এইটুকু পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্র সেখানে মালিক হয়। তাছাড়া শ্রমিক যে মজুরী পায় — সেই মজুরী নির্ধারণের নীতিটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক কখনও ন্যায্য মজুরী পেতে পারে না — শ্রমের ন্যায্য মূল্য, অর্থাৎ, ন্যায্য মজুরী থেকে যেখানে সে সবসময়ই বঞ্চি ত হয়। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের একটি সামাজিক লক্ষ্য থাকে বলে মজুরী নির্ধারণটা সেখানে যেভাবে হতে পারে, একটি পুঁজিবাদী দেশে সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয় বলে সেখানে সেটা কার্য্যকরী হতে পারে না।

অর্থনীতি শাস্ত্রের সাথে যার পরিচিত তারা সকলেই জানেন যে, যেহেতু শ্রমশক্তি বা labour power উৎপাদনের সাথেই মিশে থাকে — সেহেতু তাকে আলাদা করা যায় না। তাহলেnatural justice-এর ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ করতে হলে তার উপায় কি? তার উপায় হচ্ছে, সমাজে যেটা surplus value (বাড়তি পুঁজি) সৃষ্টি হচ্ছে — সেখান থেকে যে অংশটা সমাজ এবং জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রয়োজন, যা নাকি শ্রমিকের স্বার্থ ও তার উন্নতির জন্যই ব্যয়িত হয় — সেটাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণটাই মজুরের মজুরীর জন্যই ব্যয় করতে হবে। এটা হল একটা দিক। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগতভাবে কোন্ মজুর কত পাবে সেটা নির্ধারিত হবে, "each according to his ability"র নীতির ভিত্তিতে। আর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত শোষণ (individual expropriation) বা রাষ্ট্রীয় শোষণ (institutional expropriation) থেকে মুক্ত বলে এই প্রক্রিয়ায় মজুর যে benefit পায়, যেভাবে এই মজুরী নির্ধারিত হয় — একটি পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে বাড়তি পুঁজির (surplus value) একটা বিরাট অংশই মালিকের মুনাফা হিসাবে চলে যায় বলে এই নীতি সেখানে কার্য্যকরী হতে পারে না। আর, ব্যক্তির বদলে সেখানে রাষ্ট্র মালিক হলে, সেক্ষেত্রেও এর কোন পরিবর্তন হয় না। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে এই পথ বেয়েই রাষ্ট্রীয় পুঁজির জন্ম হয় —যে রাষ্ট্রীয় পুঁজি, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজি, ফ্যাসীবাদী অর্থনীতির বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় বাড়তি পুঁজির যে অংশটা শিল্পর অগ্রগতি, 'দেশের' উন্নতি রাস্তঘাটের উন্নতি প্রভৃতি কাজে ব্যয়িত হয় — তার একটা বিরাট অংশ আমলাদের (Bureaucrat) পকেটস্থ হয় এবং সেদিক থেকেও জনসাধারণ বঞ্চি ত হয়। অর্থনীতি সংক্রান্ত মার্কসের তত্ত্ব আমি যেভাবে বুঝেছি, সেটা হ'ল এই রকম।

সুতরাং, রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে — এটা প্রমাণ করতে হলে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সেখানে socialised industryগুলো রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করেছে কিনা এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজির জন্ম হয়েছে — একথা বলা চলে কিনা। তাই, সেখানে speculation বাড়ছে, commodity circulation বাড়ছে, profit incentive গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে — শুধু এইটুকু বললেই চলবেনা, উপযুক্ত তথ্য (data) সরবরাহ করে আমি যে বক্তব্যগুলি বলেছি, প্রমাণ করতে হবে। কেউ যদি আমাদের সেই প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারেন, আমরা তার কাছে ঋণী থাকবো। কিন্তু তার আগে 'শোধনবাদীরা পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করেছে' — শুধু এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে সোভিয়েট রাষ্ট্রটি একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে — এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা চলে বলে আমরা মনে করি না।

মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারাকে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যে ভুল, আপনারা সকলেই শুনেছেন যে, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে এ সম্পর্কে আমাদের দলের বিশ্লেষণকেই confirm করেছে এবং সংবিধান থেকে সেই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে।

লিন পিয়াও'র কাছে রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্নটি জরুরী ছিল না — পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই ছিল সবচেয়ে জরুরী

এখন, লিন পিয়াও সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখব। নবম কংগ্রেসের সময়ে লিন পিয়াওকে বাইরে থেকে আমরা কি দেখেছি? তিনি শুধু পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানই নন, তিনি পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করছেন, Mao Tse-tung-এর comrade-in arms এবং তাকে মাও-এর successor হিসেবে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু, নবম

কংগ্রেসের রিপোর্ট পড়ে এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা থেকে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল — নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আলোচনার সময় আমি সে সম্পর্কে বলেছি। আমি সেদিনই বলেছি যে, মাও সে-তুং-এর পর লিন পিয়াও যদি চীনের পার্টির তাত্ত্বিক নেতা হ'ন এবং দলের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁর হাতে বর্তায়, তাহলে একথা বলতেই হবে যে, চীনের পার্টির ভবিষ্যত অন্ধকার। এই ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে যে কারণগুলো কাজ করেছে, সে সম্পর্কে আমি তখনই বিশদভাবে বলে গেছি — ফলে নতুন করে বলার দরকার নেই। আমি তখনই বলেছি যে, লিন পিয়াওর কাছে রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্নটা জরুরী নয় — পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত করাটাই ছিল তার সবচেয়ে জরুরী। মাও সে-তুং জিন্দাবাদ করতে করতেই, মাও-এর কোটেশন আওড়াতে আওড়াতেই সে একাজ করতে চেয়েছে। তার চাটুকারবৃত্তি যে কোন্ স্তরে পৌঁছেছে, সেসব আমি দেখিয়েছি। দেখুন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে এ সম্পর্কে চৌ এন-লাই কি বলেছেন। চৌ এন-লাই বলেছেন, "লিন পিয়াও ও তার মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুগামীরা ছিল এমন একটি প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারী চক্র, যারা হাতে এক খণ্ড উদ্ধৃতি পুস্তক না নিয়ে কখনও প্রকাশ্যে দেখা দিত না এবং যারা 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি না দিয়ে কখনও মুখ খুলতনা এবং যারা সামনে মিষ্টিকথা বলে পেছনে ছোরা মারত।"

বলা বাহুল্য, নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের তরফে লিন পিয়াও সম্পর্কে এরকম বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। অথচ, আমাদের হাতে উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র probability'র ওপর ভিত্তি করে বলেছিলাম যে, হতে পারে, মাও সে-তুং নিজেই লিন পিয়াও'র হাতে বাস্তবে বন্দী বা virtually arrested হয়ে বসে আছেন এবং মনে হচ্ছে মাও-এর প্রশংসা করা লিন পিয়াও'র ক্ষমতা কব্জা করারই একটি ছলনা মাত্র। বলেছিলাম, লিন পিয়াও চক্রই ক্ষমতা এমনভাবে করায়ত্ত করেছে, যাতে সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাও- সে-তুং-এর এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করবার ক্ষমতা ছিলনা। এরকম একটি পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। যদিও দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে যে, মাও সে-তুং লিন পিয়াও'র নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন, ধমক দিয়েছেন এবং শোধরাবার চেষ্টা করেছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে যে, যে ব্যক্তির সম্পর্কে দৃঢ় সন্দেহ রয়েছে — সেই ব্যক্তি সম্মেলনে রিপোর্ট পেশ করার সুযোগ পায় কি করে? পার্টির রাজনৈতিক লাইন বিরোধী কোন লোককে কি পার্টির রিপোর্ট পড়তে দেওয়া হয়? নাকি, যদি এরকম কোন আশঙ্কা মাও-এর হয়ে থাকে তাহলেও তার নিজের করার কোন ক্ষমতাই ছিল না — এটাই ছিল সেদিন বাস্তব ঘটনা। এইসব দিকগুলো বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। আজ এতদিন পরে দশম কংগ্রেসে লিন পিয়াওর বিরুদ্ধে পরিষ্কারভাবে এই অভিযোগই আনা হয়েছে যে, লিন পিয়াও শুধু পার্টি ও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছিল তাই নয় — সে এমনকি মাও সে-তুংকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল — যে ষড়যন্ত্র শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট কীভাবে তৈরী হয়েছে — এ সম্পর্কে দশম কংগ্রেসে যে কথা বলা হয়েছে সেটা বোঝা দরকার। বলা হয়েছে যে, প্রথমে চেন পো-তা এবং লিন পিয়াও দুজনে মিলে একটি রিপোর্ট তৈরী করে, যে রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীকালে মাও সে-তুং-এর তত্ত্বাবধানে রিপোর্ট তৈরী হয়। কিন্তু, সেই রিপোর্ট কাদের দিয়ে তৈরী করা হয় — তার মধ্যে লিন পিয়াও ছিল কিনা বা তার কোন লোক ছিল কিনা — সেটা বোঝবার কোন উপায় নেই। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে চেন পো-তা বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কিন্তু লিন পিয়াও করেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে উল্লিখিত শুধু এইটুকু বক্তব্যের ওপর নির্ভর করেই একথা বলা চলে না যে, নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট তৈরী করার সময় লিন পিয়াও'র কোন হাত ছিল কিনা। যদি থেকে থাকে, তাহলে সেই সুযোগে লিন পিয়াও একদিকে মাও-কে platitude দিয়েছে, অন্যদিকে নিজেকে মাও-এর disciple, inheritor, successor এই সব জিনিষ ঢুকিয়েছে। লিন পিয়াওর এই সমস্ত অভিসন্ধি সম্পর্কে মাও সে-তুং যতটুকু ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়, তার ভিত্তিতেও তাকে পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করতে দেওয়া চলে না — যদি না এমন অবস্থা হয় যে, সে ব্যক্তি ভেতর থেকে পার্টি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আছে। সেজন্য আমার মনে হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, বিরোধিতা করার প্রয়োজন অনুভব করেও মাও সে-তুং এজন্য বিরোধিতা করেননি — যে বিরোধিতা করলে সেটা তাকেই করতে হ'ত কিন্তু, তিনি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চান নি। তিনি হয়তো একটু সময় নিয়ে নিজের ক্ষমতাকে একটু সংহত করতে চেয়েছেন — যাতে সময় বুঝে এসবে হাত দেবেন। এইসব ভাবতে পারেন।

অর্থাৎ, লিন পিয়াও এইসব কাজ করলেও যেহেতু মাও সে-তুং-এর লাইনের পক্ষেই বলে এসেছেন সেখানে সেই পরিস্থিতিতে চৌ এন লাই প্রমুখদের শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। লিন পিয়াওর দলবলেরা যখন চীনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দু-দুবার লিউ শাও-চির জায়গায় লিন পিয়াও'র নাম প্রস্তাব করে — Central Committee ও First and Second Plenary Session-এ মাও সে-তুং সরাসরি তার বিরোধিতা করেন। ফলে, লিন পিয়াও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মাও সে-তুং জীবিত থাকাকালে তার পক্ষে প্রেসিডেন্ট হওয়া অসম্ভব। আর, তিনি যদি মাও-এর লাইনের বিরোধিতা করেন তাহলে চেলারাই তাকে এক চড়ে বসিয়ে দেবে। কেননা, তিনি তো নিজেকে মাও-এর দক্ষিণ হস্ত (right hand man) মাও-এর চিন্তার বাহক — এসব বলে এসেছেন। সুতরাং, তিনি মাও-এর authority challenge করতে পারেন না — যেটা নাকি এত বিপত্তির মধ্যেও পার্টিটাকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতেই লিন পিয়াও একদিকে 'মাও-মাও' করেছে — অন্যদিকে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে — যে সম্পর্কে দশম কংগ্রেসের রিপোর্টেই বলা হয়েছে।

গুরুবাদ ও যান্ত্রিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে যান্ত্রিকতার ঝোঁক — দল গঠনের প্রথম দিন থেকেই আমরা সেই blind authoritarianism (অন্ধ গুরুবাদ) ও mechanisation (যান্ত্রিকতা)-এর ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছি। এখন, কোন বিপ্লবী দলে একজন নেতা যিনি অতীতে বিপ্লবী ছিলেন, হয়তো নেতৃস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু এখন আর সে জায়গায় নেই, অধঃপতন ঘটতে ঘটতে হয়তো পার্টির বিরোধী হয়ে গেছেন — এই যে ঘটনা, এমন ঘটনাকে আমরা কিভাবে approach করব। নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের ওপর আলোচনার সময় বিশেষ করে লিউ শাও-চি phenomenon নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে — আমি বিষয়টি নানা দিক থেকে তুলে ধরেছি। তাই সেই আলোচনা নতুন করে করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং লিউ শাও-চি হোন, কি লিন পিয়াও হোন, এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে — এই বিষয়গুলোকে বিচার করার ক্ষেত্রেও যদি আমরা যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট হই, বা emotion-এর দ্বারা আচ্ছন্ন হই, তাহলে সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। এমন একজন ব্যক্তি গোড়া থেকেই traitor ছিলেন — কি ছিলেন না, নাকি গোড়াতে বিপ্লবী থাকলেও জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রাম পরিচালনা করতে না পারায়, বা যে কোন কারণের জন্যই হোক্ পরবর্তী সময়ে বিপথগামী হয়ে যান, deviate করে থাকেন, — এই সমস্ত প্রশ্ন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে নেতৃত্বের wisdom, দলের অভ্যন্তরে কাজের যে পদ্ধতি (style or method of work), সেই বিষয় সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি — শুধু রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নেতৃত্বের কাজ করা নয় — science of probability-কে যখন একটি নেতৃত্ব আয়ত্ত করতে ও তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, তখন বহু বিপদ এড়ানো যায় — অন্ততঃ তার সুযোগ থাকে। তাই সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে নেতৃত্বের এই ক্ষমতা অর্জন করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তোলার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। বলাবাহুল্য, যে যান্ত্রিকতার দোষ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক সর্বনাশ করেছে, সেই যান্ত্রিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, এই সব ক্ষমতা অর্জনের পূর্বশর্ত বলা চলে।

অথচ, একই সাথে নীতির ভিত্তিতে সংগ্রাম, অর্থাৎ, মূল নীতির প্রশ্নে আপোষ না করা — এর অপরিহার্য্যতাকেও ভুলে গেলে চলবে না। ১২ পার্টির দলিল তৈরী হওয়ার সময় মাও সে-তুং নিজে চীনের পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আপনারা জানেন। আপনারা এও জানেন যে, ৮১ পার্টির বৈঠকে চীনের পার্টি থেকে উপস্থিত ছিলেন লিউ শাও-চি। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও এই দুটো দলিলেই নীতি এবং আদর্শের প্রশ্নে যে আপোষ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমাদের পার্টির সমালোচনার দিক কী কী — সে সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। আমাদের পার্টি দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে — সে সব কথা আপনারা জানেন। তাই সে সব আলোচনায় আমি আর যাচ্ছি না।

দশম কংগ্রেসের রিপোর্টের একটি মারাত্মক তত্ত্বগত ত্রুটি

কমরেডস্, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে একটি মারাত্মক ত্রুটি আছে — যেটা আমার নজর এড়ায় নি। আপনারা এতগুলো কমরেড এত প্রশ্ন তুললেন — এত কথা বললেন — কিন্তু, একজনও এই মারাত্মক ত্রুটি

সম্পর্কে কিছু বললেন না। আমি আপনাদের খুবseriously জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আপনারা যখন এই ধরনের document পড়েন — তখন কিভাবে পড়েন? আপনারা critically পড়েন? Mind concentrate করে, অর্থাৎ, মনপ্রাণ ঢেলে পড়েন? এইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিলকে কখনও casually পড়া চলে না। যাই হোক্, মারাত্মক বিচ্যুতি যেটা বলছি, সেটা কী ধরনের বিচ্যুতি, কোন্ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সেসব ফুটে উঠেছে — সেটা রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাবার আগে বিষয়টা সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করা দরকার।

চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন সফল হ'ল — তার প্রাথমিক পর্য্যায়ে একনায়কত্বের চরিত্র কি ছিল, অর্থাৎ, nature of the dictatorshipটা কি ছিল? আমি মনে করি, classical Marxist literature-এ যেটাকে Democratic dictatorship of the proletariat and peasantry, অর্থাৎ D.D.P.P. বলা হয় — চীন বিপ্লবের পর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — তার শ্রেণী সমাবেশ এবং একনায়কত্বের রূপ ছিল সেইরকম। মাও সে-তুং, এটাকে তাঁর নিজের ভাষায় People's Democratic Dictatorship বলেছেন। এই একনায়কত্বের রূপ কি? না, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, তারই একনায়কত্বে গোটা কৃষক সমাজের (whole of the peasantry) সাথে এর বিশেষ ধরণের class alliance বা শ্রেণীমৈত্রী। রুশ বিপ্লবের পর Constituent Assembly নিষিদ্ধ (ban) করা এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — একথা ঘোষণা করার পূর্ব পর্য্যন্ত যে পরিস্থিতি ছিল — অনেকটা সেই রকম। এখন চীন বিপ্লবে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (urban-petty bourgeoisie) একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে, প্রশাসনযন্ত্রে তাদের লোকজন ছিল বলে, মাও সে-তুং এটাকে শ্রমিক-কৃষকের একটা বিশেষ ধরনের শ্রেণীমৈত্রী — এইভাবে না বলে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই, People's Democratic Dictatorship বলেছেন এবং এইভাবে বলাটিকে আমি সমর্থন করি।

এখন, দশম কংগ্রেসের রিপোর্টে ঐ বিশেষ সময়ের একনায়কত্বের চরিত্র সম্বন্ধে তারা কি বলেছেন, সেটা রিপোর্ট থেকে আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তারা বলেছেন ঃ ''However, as the Chinese revolution developed further and specially when it turned socialist in nature, and became more and more thoroughgoing — aiming at the complete overthrow of the bourgeoisie and all other exploiting classes — the establishment of the dictatorship of the proletariat in place of the dictatorship of the bourgeoisie'' etc. etc. তাহলে দেখুন, কি অদ্ভুত anomaly? আমার যেটা জিজ্ঞাস্য, তা হ'ল, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পরের স্তরটিই কি চীনে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্তর? অথচ, সেই কথাটাই কিন্তু তাঁরা বলে বসলেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে। সেটা হ'ল, চীনের পার্টি সত্যিই কি এটাকে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্তর বলে মনে করেন? নাকি, এটা একটা faulty theoretical expression? একথা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে, চীনের পার্টি ঐ স্তরটিকে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্তর বলে মনে করেনা — তাঁরা এটাকে People's Democratic Dictatorship-ই মনে করেন। তাহলে, এরকম একটা ভ্রান্ত তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ঘটল কি করে? এ ব্যাপারে আমার দুটো সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে।

প্রথমতঃ, two-line, two-line বলতে বলতে, অর্থাৎ, দুই-লাইনের সংগ্রাম বলতে বলতে এমন হয়ে গিয়েছে যে, বলার মধ্যে তাঁদের একটা ঝোঁক কাজ করেছে এবং তার ফলে এই ত্রুটিটা ঘটেছে — এরকম সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, চীন বিপ্লব যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হয়, অর্থাৎ, যখন সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় — যেহেতু তখন সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত — সেটা নিশ্চয়ই সেখানে বুর্জোয়া একনায়কত্বকে পরাস্ত করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা যেটা মনে হয়েছে, সেটা হ'ল সেই সময়টাতে লিউ শাও-চি'র সমর্থকেরা নেতৃত্বকারী কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এখন, যেহেতু লিউ শোধনবাদী এবং যেহেতু তাদের মাথায় এই তত্ত্বটা কাজ করছে যে, পার্টি নেতৃত্ব শোধনবাদীরা করায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি এবং রাষ্ট্রের চরিত্র পাল্টে যায়, সেইহেতু এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও সেই periodটাকে বুর্জোয়া একনায়কত্বের period হিসেবে তারা চিহ্নিত করতে পারে। এরকম ঘটাও অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেন সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হল, একথাই যেন বলতে চেয়েছে। রিপোর্টে কিন্তু এরকম ভাবে বলা হয়নি — আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। কিন্তু, মূল কথাটা যেটা — তাহল, যে কারণেই এটা হোক্ না কেন, বক্তব্যটা ভুল এবং তাকে সমর্থন করার কোন প্রশ্ন আসে না।

দু-লাইনের সংগ্রাম সম্পর্কে দু-চার কথা

এখন, দুই-লাইনের সংগ্রাম (two-line struggle) সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে এই দুই লাইনের দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিকে যেভাবে দেখা হয়েছিল, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে সবসময়ই দুই-লাইনের দ্বন্দ্ব চলবে এবং পার্টিটা টিঁকেই আছে এই দুই-লাইনের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে — এইভাবে বিষয়টিকে যেভাবে তাঁরা বলেছিলেন, তার মধ্যে কোথায় ত্রুটি এবং কেন এই ত্রুটি ঘটেছে, সেসব আমি তখনই আলোচনা করেছি। দশম কংগ্রেসে কিন্তু বিষয়টিকে সেভাবে রাখা হয়নি। ফলে, কিছুটা correction ঘটেছে, এরকম মনে হয়েছে — যদিও দু-লাইনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমরা যেমনভাবে বুঝি, তেমন পরিষ্কার করে তাঁরা বলেননি। এবার তাঁরা বলেছেন, বাইরে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে — পার্টির অভ্যন্তরে তার প্রতিফলন ঘটে এবং তার ফলে মাঝে মধ্যে দলের মধ্যে দুই লাইনের সংগ্রাম হবে। তারা এভাবে বলেননি যে, দুই লাইনের সংগ্রাম দলের মধ্যে লাগাতার চলবে। যেমন তাঁরা বলেছেন, পার্টি জীবনের এত বছরের ইতিহাসে দশবার এই দুই লাইনের সংগ্রাম হয়েছে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থায় পৌঁছাবার আগে হয়তো আরও বিশ/তিরিশবার দুই লাইনের সংগ্রাম হবে। অনেকটা এইভাবে বলতে চেয়েছেন। এখন, 'দুই লাইনের সংগ্রাম আসবে' — এই কথাটি যে positive tone-এ বলা হয়েছে — তাতে হয়তো কারও আপত্তি হতে পারে। কিন্তু, এটা ঘটবে কি ঘটবেনা — সেটা নির্ভর করে অন্য কতকগুলো বিষয়ের ওপর।

সুতরাং, দলের অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগ্রাম মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (independence of people's will) একটা সত্ত্বা — বিষয়টা এরকম নয়। আসল কথাটা কি? দলের মধ্যে মৌলিক প্রশ্নে পরস্পরবিরোধী চিন্তা দেখা দেবে কি দেবেনা — এই বিষয়টা কিসের ওপর নির্ভর করে? দলের নেতৃত্ব যদি যোগ্য হয়, epistemology-র বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাকে ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়, probality scienceকে ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে, psychology-র ওপর ভাল দখল থাকে — দলের কর্মীরা 'হা' করলেই কি বলতে চাইছে তা বুঝতে পারে — প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি এবং গভীরতা ধরতে পারে, তাহলে হঠাৎ করে নেতৃত্ব বিপদে পড়ে না। কিন্তু, পার্টির কাজের পদ্ধতির মধ্যে যখন bureaucratic style of workটাই প্রাধান্য লাভ করে, নেতারা সার্কুলার দেয়, বক্তৃতা করে, ক্লাস নেয়, বই লেখে, mass lineটা দেওয়া হচ্ছে কিনা শুধু সেটা দেখে — কিন্তু, প্রতিটি কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ, কমরেডদের আচরণ সম্পর্কে ঘনিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখা, collective life lead করা — এইসব দিকগুলো যদি গড়ে না তোলে, তাহলে এই ধরণের বিপদ দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এখানে মনে রাখতে হবে, collective life lead করা মানে এটা নয় যে, একসঙ্গে আমরা সব camp-এ থাকলাম, একত্রে গ্রামে পড়ে রইলাম বা চাষীর ঘরে রইলাম। আবার, হয়তো কেউ মনে করতে পারেন — তিনি তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা বাড়ীতে আছেন, তারা পার্টি কমরেড এবং তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন — এর মানে তিনি ধরে নিলেন, তিনি চব্বিশ ঘণ্টা পার্টি কমরেডদের সঙ্গেই association দিচ্ছেন — বিষয়টা এরকমও নয়।

সুতরাং, প্রয়োজন হচ্ছে constant common association, constant common disscussion and constant common activity-র মধ্যে নেতারা পার্টি কমরেডদের সাথে নিজেদের জীবনকে এমন করে যুক্ত করবেন, যাতে তার মধ্য দিয়ে কমরেডরা তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি সমস্যার উত্তর পায়, এবং কমিউনিস্ট রুচি সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রামটা শক্তিশালী হয়। তাই, কাজের পদ্ধতি, আলোচনা করার রীতি, সমালোচনা করার রীতি, জিনিস দেখার দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিধারা — এই সমস্ত কিছুকেই আমাদের প্রতিমুহূর্তে উন্নত করতে হবে। আমাদের কর্মীর সংখ্যা যাতে বাড়ে, ইউনিটের সংখ্যা বাড়ে, ক্রমবর্দ্ধমান সংগঠনের জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ে, তার জন্য আমাদের style of work বা কাজের পদ্ধতিও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন করতে হবে। আজ যদি এগুলো যথেষ্ট উন্নত স্তরে রয়েছে বলেও মনে হয়, তাহলেও তাকে আরও উন্নত করতে হবে। সেজন্য দেখুন, দশম কংগ্রেসে stuggle-criticism-transformation-এই শ্লোগান throw করেছে। অর্থাৎ নিজেদের সমালোচনা কর, আত্মসমালোচনা কর এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের পরিবর্তিত কর, যাতে নাকি নিত্য নতুন পরিস্থিতি এবং জটিল সমস্যা যা দেখা দেবে — তাকে মোকাবিলা করতে পার। আর, তার সঙ্গে নানাদিক থেকে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে। একাজ করতে পারলে bureaucratic style of workকে fight করা এবং ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করা সম্ভব। তার মানে এরকম নয় যে, কখনও কোন ভুল হবে

না, বা হতে পারে না, কিন্তু, তার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে সীমিত করা সম্ভব।

নেতৃত্বের এই যোগ্যতা, বিভিন্ন সমস্যা ধরবার (apprehend) ক্ষমতা, বিচক্ষণতা — এইসব গড়ে ওঠার ওপর নির্ভর করে দুই লাইনের সংগ্রামকে কতটা restrain করা সম্ভব। সুতরাং, inner party struggle, inner party education-এর কাজটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে এবং তাকে ভিত্তি করে uniformity of thinking ও ideological centralism গড়ে তোলার ওপর এর frequency (বারংবার ঘটার হার) অনেকটা নির্ভরশীল। সুতরাং, সেই অর্থে এটা independent of people's will — এভাবে ভাবাটা ভুল। সুতরাং, পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব (contradiction) যখন সংঘর্ষের (conflict-এর) রূপ নেয় — তখনই bourgeois line of thinking-এর সাথে proletarian line of thinking-এর সংগ্রামের প্রশ্ন এসে পড়ে। কিন্তু, যতদিন এই contradiction conflict-এ না পৌঁছায়, ততদিন সেটা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও proletarian line-এর orbit-এর (সীমার) মধ্যেই পড়ে।

মাও সে-তুং নেতৃত্ব চীন বিপ্লবকে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে — এ আশা ও বিশ্বাস আমাদের দলের আছে

আর একটা বিষয় বলেই আমি আজকের বক্তব্য শেষ করব। দশম কংগ্রেস, নবম কংগ্রেসের অনেক ত্রুটি, তত্ত্বগত বিভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা কাটাতে সাহায্য করেছে এবং বহুগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিককে highlight করেছে, reiterate করেছে। সেদিক থেকে এই রিপোর্ট খুবই প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার সময়, আপনারা জানেন, আমি সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে "ম্যাগনিফিসেন্ট" বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও তার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির দিক উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম, সেগুলো সত্বর দূর না হলে চীনে আবার সংশোধনবাদের বিপদ মাথাচাড়া দিতে পারে। দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট পড়ে মনে হয়েছে, তাঁরা এখনও সেই ত্রুটিগুলি ধরতে পারেন নি, অন্ততঃ আমার নজরে আসেনি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোচনায় আমি বলেছিলাম, পার্টির ভিতরে ও সমাজজীবনে বুর্জোয়া ও পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির যে প্রভাব আজও নানা সূক্ষ্মরূপে থেকে গিয়েছে, যার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লব তারা পরিচালনা করেছেন, অথচ প্রোলেটারিয়ান সংস্কৃতির চরিত্র, রূপ ও বৈশিষ্ট্য কী এবং তার সাথে বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের মৌলিক পার্থক্য কোথায় — এসব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোন concept আজও তারা তুলে ধরতে পারেন নি। এর ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে তারা সমস্যার সমাধান করলেও, ব্যক্তিবাদের সমস্যা সমাজজীবনে থেকেই যাবে এবং তার থেকে নানা বিপত্তি আসবে। কারণ, এ যুগে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, যা একদিন মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, আজ তা সুবিধাবাদে পর্য্যবসিত হচ্ছে, যদিও সেইসব দেশে এখনও শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলে যে right of equality একদিন বুর্জোয়া বিপ্লবের শ্লোগান ছিল এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যা বাস্তবে শ্লোগানের পর্য্যায়েই থেকে গেল, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ব্যক্তি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমাগত অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করার ফলে যে সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম কোন্ স্তরে প্রবেশ করেছে, এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধরতে না পারলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকারবোধ কমিউনিস্টদের মধ্যেও নতুন করে প্রিভিলেজ সৃষ্টি করবে।

এই ব্যক্তিবাদের প্রভাবের ফলেই চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রমিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ আসতে থাকবে। তাছাড়া আধুনিক সংশোধনবাদের প্রভাবের ফলে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সঠিক চরিত্র এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশের মূল নিয়ম সম্পর্কে কোন কাণ্ডজ্ঞান না থাকার ফলে একদল তাত্ত্বিক মনে করেন যে, যেকোনভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানোই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য, কারণ এদের মতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অপেক্ষা অধিকতর 'মেটিরিয়াল' সুযোগ সুবিধা না পেলে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সমাজতন্ত্রের কোন মানেই নাকি থাকে না। ফলে এরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশের নিয়ম অনুসরণ না করে, যেকোনভাবে হোক উৎপাদন বাড়াতে হবে এই ঝোঁকে, এমনকি বুর্জোয়া 'মেটিরিয়াল ইন্‌সেনটিভ' ও প্রয়োগের শ্লোগান তোলে, যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার নানা স্তরে নানা পুঁজিবাদী ঝোঁক আসতে থাকে, এ্যানার্কি ও স্পেকুলেশ্যনের ঝোঁক আসতে থাকে এবং শেষ

পর্য্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সবের ফলে শ্রমিকদের নানা material benefit ও incentive-এর ঝোঁক আসতে থাকবে, ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ আসতে থাকবে এবং বাড়তে থাকবে। এই যে নতুন ধরণের ব্যক্তিবাদ একেই আমি socialist individualism আখ্যা দিয়েছিলাম।

আমি আলোচনা করে এ-ও দেখিয়েছিলাম যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিকস্বার্থের এই দ্বন্দ্বের চরিত্র হচ্ছে antagonistic। যতদিন ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের এই দ্বন্দ্ব non-antagonistic না হবে, ততদিন উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত প্রশ্নে, শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটলেও রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে না। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিকস্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে রাষ্ট্র থাকবে, তার coercion (অবদমন) থাকবে এবং এর ফলে ব্যক্তির মুক্তি আসবে না। এ অবস্থায় ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী পুনরায় উঠতে থাকবে, ব্যক্তির বিদ্রোহের ঝোঁক বাড়তে থাকবে, সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মার খাবে, কমিউনিস্ট আদর্শের জোর ও dedication কমতে থাকবে। এইরকম অবস্থায় হয় রাষ্ট্রের repression বাড়বে, যার পরিণতিতে ব্যক্তির বিক্ষোভ আরও বাড়বে, আর না হয় একটার পর একটা liberalisation আসবে এবং তার পথে বেয়ে সংশোধনবাদ আসবে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ আসবে।

ফলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যাহত অগ্রগতির সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে, ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিকস্বার্থের দ্বন্দ্বের এই antagonistic চরিত্রকে non-antagonistic চরিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্য সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিকস্বার্থের identification-এর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজন আর নেই। বরঞ্চ , ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে পুরানো বুর্জোয়া ধারণা ও সংস্কার নানা সূক্ষ্মরূপে আজও যেটা রয়ে গেছে, সেটাই সামাজিক প্রয়োজনের সাথে ব্যক্তি প্রয়োজনকে merge হতে দিচ্ছে না। এইটাই আজকের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মুক্তির পথে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই কাজটি করতে হলে, আমি মনে করি, কমিউনিস্ট চরিত্রের উচ্চমান হিসাবে কালিনিনের On communist education ও লিউ শাউ-চি'র How to be a good communist (বইটা এখন সমালোচিত হলেও একসময় চীনের পার্টি কর্তৃক খুব প্রশংসিত হয়েছিল) বইতে — সামাজিকস্বার্থের কাছে, পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থের কাছে যে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেণ্ডার করতে পারে, সে'ই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিস্ট — এই যে concept দেওয়া হয়েছিল — যা মূলতঃ বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধেরই সুর — তা নিয়ে আজ আর চলবে না। চেতনার মান এই স্তরে থাকলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম যে নতুন জটিল স্তরে প্রবেশ করেছে তাকে পুরোপুরি সমাধান করা যাবে না এবং ব্যক্তিবাদের ঝোঁককে পরাস্ত করে complete dedication (পরিপূর্ণ আনুগত্যবোধ) আনা যাবে না। আজ উচ্চ কমিউনিস্ট চরিত্রের মান অর্জন করতে হলে ব্যক্তিকে, ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায়, বিনাশর্তে ও হাসিমুখে বিসর্জন দিয়ে দল ও বিপ্লবের স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এইসব point 'চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র ওপর আলোচনায় আমি তুলেছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ, আমি বলেছিলাম, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে উপলব্ধি একটা স্তর পর্য্যন্ত বিপ্লবকে guide করে, বিপ্লবের অগ্রগতিতে সাহায্য করে — বিপ্লব পরবর্তী পর্য্যায়ে শ্রেণীসংগ্রাম যখন সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরে প্রবেশ করে, তখন নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন জটিলতা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি — অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ব্যাপক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনগত অগ্রগতিও না ঘটানো যায়, তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির তুলনায় পুরানো চেতনার মানinadequate হয়ে পড়ে, চিন্তাগত মান নেমে যায়। আর, চিন্তা ও সংস্কৃতির মান অনুন্নত থাকলে, তা জটিল পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে কোন মুহূর্তে সংশোধনবাদের জন্ম দিতে পারে, বিপ্লবকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

তৃতীয়তঃ, আমি বলেছিলাম, যতদিন না সমাজ অভ্যন্তরে ব্যক্তির চেতনা সমাজচেতনার স্তরে উন্নীত হবে, ততদিন সমাজবিপ্লবের নেতা হিসাবে ব্যক্তির ভূমিকা থাকবে। এ না হলে বিপ্লব করার কথা ভাবাই যায় না। যে দল এর গুরুত্ব বোঝে না, কোন একজন নেতার মধ্যে নেতৃত্বকে বিশেষীকৃত করতে সক্ষম হয় না, এবং জনতার imagination-এ সেই বিশেষ নেতাকে project করে না, তারা বিপ্লবই view করে না। যে দেশে যখনই বিপ্লবের

কর্মকাণ্ড গড়ে তুলতে হয়েছে, সেই দেশেই বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োজনে এটা গড়ে উঠেছে। এখানে যে বিষয়টা বুঝতে হবে, তা হচ্ছে, এই ব্যক্তি নেতৃত্ব বুর্জোয়া বিপ্লবেও ছিল, আবার সর্বহারা বিপ্লবেও এই ব্যক্তিনেতৃত্ব কাজ করে — কিন্তু, উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত ও প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য আছে। এটা না বুঝতে পারলে সর্বহারা বিপ্লবেও বিশেষ ব্যক্তিনেতৃত্ব সম্পর্কে যান্ত্রিকতা থাকবে। আর, এটা থাকলে তার থেকে গুরুবাদ আসবে এবং তার সমস্ত কুফল — অর্থাৎ, হয় নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মানা, না হয় অন্ধভাবে বিরুদ্ধতা করা — এসব বর্তাবে। ফলে, সেই বিশেষ নেতার সাথেও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, সামগ্রিকভাবে দলের চেতনার মান নেমে যাবে এবং তার দ্বারা নেতারও ক্ষতিসাধন করা হবে। যদিও চীন বিপ্লবে মাও সে-তুং-এর বিশেষ নেতা হিসাবে অভ্যুত্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা — এ নাহলে চীন বিপ্লবই হত না, এবং মাও সে-তুংকে চীনের পার্টি, গোটা দেশ ও জনগণের কাছে project করছে এবং তাতে কাজও হচ্ছে, কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যক্তি-নেতৃত্বের সাথে সর্বহারা বিপ্লবের এই বিশেষীকৃত নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায়, ইতিহাসের বিকাশের পথে কোন্ প্রক্রিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের অপরিহার্য্য প্রয়োজনে এ বিশেষ নেতার অভ্যুত্থান ঘটেছে — এ সম্পর্কে তারা বিজ্ঞানসম্মত কোন সুস্পষ্ট ধারণা আজও উপস্থিত করতে পারেননি।

তারা দেখাতে পারেননি যে, বুর্জোয়া বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে এক অর্থে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তির বিকাশের বিপ্লব, সেইহেতু খুব 'মডেল' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপের মধ্যেও ব্যক্তিনেতৃত্ব খানিকটা বাইরে থেকে সমষ্টিকে পরিচালনা করে — অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সেখানে বাস্তবে 'ফর্মালই' থেকে যায়। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেহেতু তাকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্বের ধারণাও যৌথ নেতৃত্বের ধারণা হিসাবে গড়ে উঠেছে। সর্বহারা শ্রেণীর দলে সমস্ত সভ্যের চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে দলের এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং একজন নেতার মধ্যে যখন এই যৌথ নেতৃত্বের personification ঘটে, তখনই দলের মধ্যে যথার্থ অর্থে যৌথ নেতৃত্বের জন্ম হয়। যতদূর আমি জানি, চীনের পার্টি যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে এই ধারণা এখনও উপস্থিত করেনি এবং এর ফলে নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণার মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ও যান্ত্রিকতা থেকে যাবে।

এগুলি ছাড়াও তাদের কিছু ত্রুটির দিক সেই আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে magnificent আখ্যা দিয়েও এই সমস্ত ত্রুটির দিক উল্লেখ করে বলেছিলাম, এসব দুর্বলতা যদি থেকে যায়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে আশু যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি দূর হবে, কিন্তু, আবার নতুন বিপত্তি আসার বিপদ থেকে যাবে। বিপ্লবের পর নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিবাদের ঝোঁক কি কারণে বাড়ছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের প্রকৃতি কি, তা যদি তারা না ধরতে পারেন এবং তাকে fight করবার পরিপূরক প্রোলেটারিয়ান ন্যায়-নীতির নতুন উন্নত ধারণার জন্ম দিতে না পারেন, যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা যদি যান্ত্রিকই থেকে যায়, তাহলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার যখন খানিকটা থিতিয়ে আসবে, স্থিতিশীল অবস্থা আসবে, তখন আবার সমস্যা দেখা দেবে। বিশেষ করে নতুন generation যারা আসবে, তারা এই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের শিকার হবে এবং তার ফলে নতুন ধরনের সংশোধনবাদের বিপদ দেখা দিতে পারে।

দশম কংগ্রেস নবম কংগ্রেসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে — এটা খুবই আনন্দের ও আশার কথা এবং কমরেড মাও সে-তুং-এর ক্ষমতা ও wisdom সম্পর্কে আমার খুবই high esteem আছে — যার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফলে, সঙ্গতভাবেই আমি আশা করি, কমরেড মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টি অতি দ্রুত এই দুর্বলতাগুলি দূর করে চীন বিপ্লবকে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারবে। এই আশা ও বিশ্বাস আমাদের দলের আছে। যাই হোক্, আলোচনায় কিছু কিছু বিষয় হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে। একদিনে সব করা সম্ভব নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ সব pointই আমি আলোচনা করেছি বলে মনে হয়।

আজ এখানেই শেষ।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

* কমরেড মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর, আমাদের প্রয়াত নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে শোধনবাদীরাই পরবর্তীকালে চীনের পার্টি ও রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করেছে।

প্রথম প্রকাশ ঃ
৫ আগস্ট, ১৯৮১, বাংলায় পুস্তিকাকারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের বিশ্লেষণ সহ।
৬ নভেম্বর, ১৯৭৩, ভাষণটি প্রদত্ত হয়।